আস-সুন্নাহ গুলজার বাহার খানম ড্রাইভিং স্কুল:

প্রস্তুতিমূলক ম্যানুয়াল

আসসুন্নাহ স্কিল ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট

আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশনের একটি প্রতিষ্ঠান

আস-সুন্নাহ গুলজার বাহার খানম ড্রাইভিং স্কুল:
প্রস্তুতিমূলক ম্যানুয়াল

সূচিপত্র

ভূমিকা/সম্পাদকের কথা ৩-৪

অধ্যায় ১: চালকের নৈতিকতা ও ইসলামিক দৃষ্টিকোণ ৬-৮

১.১ জীবন ও সম্পদ আল্লাহর আমানত

১.২ অন্যের অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা

১.৩ ধৈর্য (সবর) ও ক্ষমা

১.৪ আইন মেনে চলা (আনুগত্য)

১.৫ সফরের সুন্নাহ ও দোয়া

অধ্যায় ২: একজন আদর্শ চালক: গুণাবলি ও পেশাগত দায়িত্ব ৯-১০

২.১ আদর্শ চালকের চারিত্রিক গুণাবলি

২.২ পেশাগত দায়িত্ব ও কর্তব্য

অধ্যায় ৩: গাড়ির প্রাথমিক পরিচিতি ও মৌলিক নিয়ন্ত্রণ ১১-১৮

৩.১ চালকের আসন প্রস্তুতি (ককপিট ড্রিল)

৩.২ গাড়ির প্রধান কন্ট্রোলসমূহ ও তাদের কাজ

৩.৩ গাড়ি স্টার্ট ও বন্ধ করার সঠিক পদ্ধতি

অধ্যায় ৪: গাড়ির মৌলিক রক্ষণাবেক্ষণ ও পরীক্ষা ১২-২৩

৪.১ চালক পর্যায়ে দৈনিক বা যাত্রাপূর্ব পরীক্ষা (WALK Check)

৪.২ গাড়ির নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের গুরুত্ব

অধ্যায় ৫: সড়ক নিরাপত্তা, ট্রাফিক আইন ও চিহ্নসমূহ ২৪-৩০

৫.১ সড়ক নিরাপত্তা ও দুর্ঘটনার কারণ-প্রতিকার

৫.২ সড়ক ব্যবহার বিধি ও চালনার নিয়মাবলী

৫.৩ রাস্তার সাংকেতিক চিহ্ন ও মার্কিং

অধ্যায় ৬: বিভিন্ন পরিস্থিতিতে নিরাপদ ড্রাইভিং কৌশল ৩১-৩৫

৬.১ প্রতিরক্ষামূলক ড্রাইভিং (Defensive Driving) এর মূলনীতি

৬.২ বিভিন্ন আবহাওয়া ও পরিবেশে ড্রাইভিং (রাত, বৃষ্টি, কুয়াশা, পাহাড়ি রাস্তা)

৬.৩ শহরের রাস্তায় ও হাইওয়েতে ড্রাইভিং

৬.৪ স্টপিং ডিস্ট্যান্স ও তার গুরুত্ব

অধ্যায় ৭: গাড়ির কারিগরি দিক ও সাধারণ সমস্যা ৩৬-৩৭

৭.১ ইঞ্জিনের মৌলিক ধারণা

৭.২ ট্রান্সমিশন ও ব্রেকিং সিস্টেম

৭.৩ টায়ার ও সাসপেনশন

৭.৪ সাধারণ সমস্যা ও তার লক্ষণ

অধ্যায় ৮: পার্কিং, জরুরি অবস্থা ও প্রাথমিক চিকিৎসা ৩৮-৪০

৮.১ পার্কিং এর নিয়ম ও পদ্ধতি

৮.২ সাধারণ জরুরি অবস্থা মোকাবেলা (টায়ার পাংচার, ব্রেক ফেইল, ইঞ্জিন গরম)

৮.৩ জরুরি কাজে নিয়োজিত গাড়ি ও তাদের অগ্রাধিকার

৮.৪ প্রাথমিক চিকিৎসার গুরুত্ব ও করণীয়

অধ্যায় ৯: পরিবেশ সচেতনতা, জ্বালানি সাশ্রয় ও প্রতিষ্ঠান পরিচিতি ৪১-৪৩

৯.১ পরিবেশ সংরক্ষণ ও চালকের ভূমিকা

৯.২ জ্বালানি সাশ্রয়ী ড্রাইভিং কৌশল (Eco-Driving)

৯.৩ আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশন: একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

পরিশিষ্ট ৪৩

পরিশিষ্ট ক: ড্রাইভিং সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা

তথ্যসূত্র ও সহায়ক গ্রন্থাবলী ৪৪

ভূমিকা/সম্পাদকের কথা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

(পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।)

আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশন: একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশে ইসলামী দাওয়াহ, শিক্ষা ও মানবকল্যাণে নিবেদিত একটি অলাভজনক ও অরাজনৈতিক সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। কুরআন ও সহিহ সুন্নাহর আলোকে একটি সুশৃঙ্খল, মানবিক ও জ্ঞাননির্ভর সমাজ বিনির্মাণই এর মূল লক্ষ্য। দাওয়াহ, গবেষণা, শিক্ষা ও মানবকল্যাণমূলক বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশন দেশ ও দশের সেবায় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

আস-সুন্নাহ স্কিল ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট: দক্ষতার পথে অগ্রযাত্রা

সমাজের সার্বিক উন্নয়নের জন্য শুধুমাত্র পুঁথিগত বিদ্যার পাশাপাশি কর্মমুখী শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। এই উপলব্ধি থেকে আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশনের অধীনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে "আস-সুন্নাহ স্কিল ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট"। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (NSDA) কর্তৃক নিবন্ধিত এই প্রতিষ্ঠানটির প্রধান উদ্দেশ্য হলো, তরুণ সমাজকে আধুনিক ও যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর করা এবং তাদের জন্য আত্মনির্ভরশীলতার পথ উন্মুক্ত করা।

আস-সুন্নাহ গুলজার বাহার খানম ড্রাইভিং স্কুল: আমাদের উদ্যোগ

সেই দক্ষতা উন্নয়নের পথচলারই একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ হলো "আস-সুন্নাহ গুলজার বাহার খানম ড্রাইভিং স্কুল"। আধুনিক জীবনযাত্রায় যোগাযোগ ব্যবস্থা একটি অপরিহার্য অনুষঙ্গ এবং এই ব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্র হলো যানবাহন ও তার চালক। কিন্তু এই অপরিহার্য অনুষঙ্গটিই আজ আমাদের জন্য গভীর উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে সড়কের অব্যবস্থাপনা ও ক্রমবর্ধমান দুর্ঘটনার কারণে। প্রতিদিন খবরের পাতা খুললেই আমরা দেখতে পাই সড়ক দুর্ঘটনায় হারিয়ে যাওয়া অসংখ্য তাজা প্রাণ ও পঙ্গুত্বের করুণ কাহিনী। এর পেছনে অনেক কারণ বিদ্যমান থাকলেও, অন্যতম প্রধান কারণ হলো চালকদের মধ্যে দক্ষতার অভাব এবং নৈতিক ও দায়িত্বশীলতার ঘাটতি।

আমরা বিশ্বাস করি, একজন দক্ষ ও নৈতিকতাসম্পন্ন চালকই পারেন একটি নিরাপদ সড়ক ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রধান ভিত্তি হতে। এই বিশ্বাস ও লক্ষ্যকে সামনে রেখেই আমরা এই পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতিমূলক ম্যানুয়ালটি আপনাদের হাতে তুলে দিচ্ছি।

এটি শুধুমাত্র গাড়ি চালানোর নিয়মকানুন বা ট্রাফিক আইনের একটি সংকলন নয়; বরং এটি একজন চালককে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার একটি সমন্বিত প্রচেষ্টা। এখানে আধুনিক ড্রাইভিং কৌশলের সাথে ইসলামের দেওয়া নিরাপত্তা, দায়িত্ববোধ ও আমানতদারিতার শিক্ষাকে এক সুতোয় গাঁথার চেষ্টা করা হয়েছে। আমরা চেয়েছি, আমাদের প্রশিক্ষণার্থীরা শুধু গাড়ির স্টিয়ারিং হুইলই নিয়ন্ত্রণ করতে শিখবে না, বরং নিজের আবেগ, ধৈর্য এবং নৈতিকতারও সঠিক নিয়ন্ত্রণ করতে শিখবে।

এই ম্যানুয়ালের প্রতিটি অধ্যায়ে চালকের নৈতিক দায়িত্ব থেকে শুরু করে গাড়ির কারিগরি দিক, সড়ক আইন, বিভিন্ন পরিস্থিতিতে নিরাপদ চালনার কৌশল এবং জরুরি অবস্থা মোকাবেলার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় তুলে ধরা হয়েছে। আমাদের অনুরোধ, এই ম্যানুয়ালটিকে কেবল একটি পরীক্ষার প্রস্তুতিমূলক বই হিসেবে না দেখে, নিরাপদ ড্রাইভিং জীবনের একটি পাথেয় হিসেবে গ্রহণ করুন। বিষয়বস্তু সহজবোধ্য করার জন্য প্রয়োজনীয় স্থানে ছবি ও ডায়াগ্রামের জন্য স্থান নির্দেশ করা হয়েছে, যা আপনার শিখন প্রক্রিয়াকে আরও আনন্দদায়ক করবে।

আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য একজন সার্টিফিকেটধারী চালক তৈরি করা নয়, বরং এমন একজন আদর্শ চালক তৈরি করা, যার হাতে প্রতিটি জীবন নিরাপদ, যার আচরণে ফুটে ওঠে শৃঙ্খলা ও মানবিকতা, এবং যার প্রতিটি যাত্রা আল্লাহর উপর ভরসা ও মানুষের প্রতি কল্যাণের নিয়তে পরিপূর্ণ থাকে।

মহান আল্লাহ আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করুন এবং আপনাদের সকলকে নিরাপদ চালক হিসেবে কবুল করে দেশ ও দশের সেবা করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

বিনীত,

সম্পাদক

ইনচার্জ : আস-সুন্নাহ গুলজার বাহার খানম ড্রাইভিং স্কুল

(আস-সুন্নাহ স্কিল ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট এর একটি প্রতিষ্ঠান)

অধ্যায় ১:

চালকের দায়িত্ব ও নৈতিকতা: একটি ইসলামিক দৃষ্টিকোণ

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ ধর্মীয় জীবনব্যবস্বস্থা যা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা, দায়িত্বশীলতা ও অন্যের অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের শিক্ষা দেয়। ড্রাইভিং বা যানবাহন চালনাও এই জীবনব্যবস্থার বাইরে নয়। একজন মুসলিম চালক শুধুমাত্র একজন দক্ষ চালকই নন, তিনি আল্লাহর একজন প্রতিনিধি এবং রাস্তায় চলাচলকারী অন্যান্যদের জন্য একজন দায়িত্বশীল আমানতদার। এই অধ্যায়ে আমরা ড্রাইভিং সংক্রান্ত কিছু মৌলিক ইসলামিক নীতি এবং নৈতিক দিক নিয়ে আলোচনা করবো।

১.১ জীবন ও সম্পদ আল্লাহর আমানত:
ইসলামে মানুষের জীবন ও সম্পদকে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি মূল্যবান আমানত হিসেবে গণ্য করা হয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন, **"আর তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু।"**[1]। অন্য আয়াতে বলেন, **"এবং তোমরা নিজেদের হাতে নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করো না।"**[2]।
বেপরোয়া ও অনিরাপদ গাড়ি চালানো নিজের এবং অন্যের জীবনকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দেওয়ার শামিল, যা এই আমানতের সুস্পষ্ট খিয়ানত। একইভাবে, গাড়িটিও একটি মূল্যবান সম্পদ। এর অযত্ন করা বা ক্ষতিসাধন করা সম্পদের অপচয়, যা ইসলামে অপছন্দনীয়।

১.২ অন্যের অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা:
আমাদের নবী মুহাম্মাদ (সা.) বলেছেন, **"প্রকৃত মুসলিম সে-ই, যার হাত ও মুখ থেকে অন্য মুসলিম নিরাপদ থাকে।"**[3]। এই হাদিসের শিক্ষা শুধুমাত্র মুসলিমদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং সকল মানুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। একজন চালকের দায়িত্ব হলো তার গাড়ির মাধ্যমে অন্য চালক, যাত্রী এবং পথচারীদের কোনো প্রকার শারীরিক, মানসিক বা আর্থিক ক্ষতির কারণ না হওয়া।

- **পথচারীর অধিকার:** রাস্তা পারাপারের সময় পথচারীদের, বিশেষ করে শিশু, বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের অগ্রাধিকার দেওয়া। তাদের কাছাকাছি এসে গাড়ির গতি কমানো।

[1] সূরা আন-নিসা: ২৯
[2] সূরা আল-বাকারা: ১৯৫
[3] সহিহ বুখারি : ১০, সহীহ মুসলিম : ৪১, জামে' তিরমিযী : ২৬২৭

- **অন্য চালকের অধিকার:** অযথা হর্ন বাজিয়ে বিরক্ত না করা, ইন্ডিকেটর ছাড়া লেন পরিবর্তন না করা, অন্যের আগে যাওয়ার জন্য বিপজ্জনক প্রতিযোগিতা না করা, এবং প্রয়োজনে অন্যকে পথ ছেড়ে দেওয়া।
- **পরিবেশের অধিকার:** গাড়ির কালো ধোঁয়া বা উচ্চ শব্দ দ্বারা পরিবেশ দূষণ না করা, রাস্তায় আবর্জনা না ফেলা।

১.৩ ধৈর্য (সবর) ও ক্ষমা:
কুরআনে আল্লাহ ধৈর্যধারণকারীদের প্রশংসা করেছেন এবং তাদের সাথে থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। রাস্তায় যানজট, অন্য চালকের ভুল বা যেকোনো প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ধৈর্য ধারণ করা একজন মুমিনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গুণ।

কুরআনে আল্লাহ ধৈর্যধারণকারীদের প্রশংসা করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, **"হে মুমিনগণ! তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য চাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।"**[4]

আমাদের নবী মুহাম্মাদ (সা.) শিখিয়েছেন, **"যে ব্যক্তি তার ক্রোধকে সংবরণ করে, অথচ সে তা প্রয়োগ করতে সক্ষম ছিল, আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দিন সকল সৃষ্টির সামনে ডেকে তার পছন্দমতো যেকোনো হুর বেছে নেওয়ার সুযোগ দেবেন।"**[5]।
যদি অন্য কোনো চালক ভুল করে, তবে তাকে গালিগালাজ না করে বা প্রতিশোধপরায়ণ না হয়ে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখা উত্তম। এটি নিজের মানসিক শান্তি বজায় রাখার পাশাপাশি বড় ধরনের সংঘাত বা দুর্ঘটনা এড়াতে সাহায্য করে।

- **১.৪ আইন মেনে চলা (আনুগত্য):**
  জনগণের নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক প্রণীত ট্রাফিক আইন মেনে চলা নাগরিক হিসেবে একজন মুসলমানের কর্তব্য।
  মহান আল্লাহ বলেন, **"হে মুমিনগণ! আল্লাহর আদেশ মানো, রাসূলের আদেশ মানো এবং তোমাদের মধ্যে যারা দায়িত্বপ্রাপ্ত (শাসক/কর্তৃপক্ষ), তাদের আদেশ মানো।"**[6]

  আমাদের প্রিয় নবী সা. বলেন, **"যে আমাকে মান্য করে, সে আল্লাহকে মান্য করল। আর যে আমীর (শাসক/কর্তৃপক্ষ) কে মান্য করে, সে আমাকে মান্য করল।"**[7]

---

[4] সূরা আল-বাকারা : ১৫৩

[5] **সুনান আবি দাউদ**-এ বর্ণিত – হাদিস নং **৪১৪৭** (কিতাবুল আদাব, অধ্যায়: ক্রোধ সংবরণ), **সুনান ইবনে মাজাহ**-এ হাদিস নম্বর **৪১৭৬ / ৪১৮৬** (কিতাবুজ জুহদ, অধ্যায়: ধৈর্য)

[6] সূরা আন-নিসা, আয়াত ৫৯

[7] সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ইমারাহ, হাদীস ১৮৪৭

ব্যাখ্যা: এই আয়াত ও হাদিস থেকে বোঝা যায়, রাষ্ট্রের আইনগুলো যদি ইসলামের মৌলিক নীতির সাথে সাংঘর্ষিক না হয়, তবে সেগুলো অনুসরণ করা জরুরি। আইন অমান্য করা সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে এবং অন্যের ক্ষতির কারণ হতে পারে, যা ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ও অপছন্দনীয়।

১.৫ সফরের সুন্নাহ ও দোয়া:
যাত্রা বা সফর ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এর কিছু আদব ও সুন্নাহ রয়েছে যা পালন করলে যাত্রাটি নিরাপদ ও বরকতময় হয়।

- **সফরের নামায ও দোয়া এবং আল্লাহর উপর ভরসা:**
  যাত্রা শুরুর আগে সফরের নামায ও দোয়া পড়া সুন্নাহ। এর মাধ্যমে আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা কামনা করা হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) সফরের সময় বাহনে উঠে এই দোয়া পড়তেন:

  "سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ * وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ"

  বাংলা উচ্চারণ : "সুবহানাল্লাজি সাখখারা লানা হা-যা ওয়া মা কুন্না লাহু মুক্বরিনীন, ওয়া ইন্না ইলা রাব্বিনা লামুনক্বালিবুন।"[৪]

  (**অর্থ:** পবিত্র সেই সত্তা, যিনি এদেরকে আমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন করেছেন, তা না হলে আমরা এদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারতাম না। আর আমরা অবশ্যই আমাদের রবের কাছে ফিরে যাবো।)। সঠিক প্রশিক্ষণ, সতর্কতা অবলম্বনের পাশাপাশি আল্লাহর উপর ভরসা করা উচিত।
- **সৎ উদ্দেশ্য:** ভ্রমণের উদ্দেশ্য যদি সৎ হয় (যেমন: হালাল রিজিকের সন্ধান, আত্মীয়ের সাথে সাক্ষাৎ, জ্ঞানার্জন), তবে পুরো ভ্রমণটিই ইবাদত হিসেবে গণ্য হতে পারে।
- **সতর্কতা ও প্রস্তুতি:** আল্লাহর উপর ভরসা করার অর্থ এই নয় যে, জাগতিক প্রস্তুতি ও সতর্কতা অবলম্বন করা যাবে না। বরং, সফরের জন্য বাহনকে প্রস্তুত করা, নিয়মকানুন জানা এবং সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করাও তাওয়াক্কুলের অংশ।

সংক্ষেপে, একজন মুসলিম চালকের আচরণ হবে নম্র, ধৈর্যশীল, দায়িত্ববান এবং আইন মেনে চলার মানসিকতাসম্পন্ন। তার প্রতিটি নিরাপদ ও সুশৃঙ্খল যাত্রা হবে নিজের ও সমাজের জন্য কল্যাণকর এবং আল্লাহর কাছে একটি ইবাদত।

[৪] সূরা যুখরুফ : ১৩ ও ১৪ ।

অধ্যায় ২:

একজন আদর্শ চালক: গুণাবলি ও পেশাগত দায়িত্ব

একজন চালকের দক্ষতা শুধুমাত্র গাড়ি চালাতে পারার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। তার আচরণ, জ্ঞান এবং দায়িত্ববোধ তাকে একজন সাধারণ চালক থেকে আদর্শ চালকে রূপান্তরিত করে।

২.১ আদর্শ চালকের চারিত্রিক গুণাবলি:

- **দায়িত্ববোধ:** এটি একজন চালকের সবচেয়ে বড় গুণ। তাকে বুঝতে হবে যে তার হাতে শুধু একটি স্টিয়ারিং হুইল নয়, বরং তার নিজের, যাত্রীদের এবং রাস্তার অন্যান্য মানুষের জীবন ও নিরাপত্তা ন্যস্ত রয়েছে।
- **ধৈর্য ও সহনশীলতা:** যানজট, রাস্তার খারাপ অবস্থা, অন্য চালকের ভুল—এসব পরিস্থিতিতে ধৈর্য হারানো যাবে না। ঠাণ্ডা মাথায় পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হবে।
- **আত্মবিশ্বাস (অতিরিক্ত নয়):** গাড়ি চালানোর জন্য আত্মবিশ্বাস জরুরি, তবে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস বেপরোয়া করে তোলে। নিজের দক্ষতার সীমার মধ্যে থেকে গাড়ি চালানো উচিত।
- **সতর্কতা ও দূরদৃষ্টি:** একজন ভালো চালক শুধু তার সামনের গাড়ির দিকেই তাকান না, তিনি রাস্তার অনেক দূর পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করেন এবং সম্ভাব্য বিপদ আগে থেকে আঁচ করতে পারেন (Anticipation)।
- **শিষ্টাচার ও নম্রতা:** ধন্যবাদ জ্ঞাপন, ভুলের জন্য দুঃখ প্রকাশ, প্রয়োজনে পথ ছেড়ে দেওয়া—এই ছোট ছোট শিষ্টাচারগুলো রাস্তার পরিবেশকে সুন্দর করে তোলে।
- **শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা:** পর্যাপ্ত ঘুম, বিশ্রাম এবং মানসিক চাপমুক্ত থাকা নিরাপদ ড্রাইভিংয়ের জন্য অপরিহার্য। অসুস্থ, ক্লান্ত বা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত অবস্থায় গাড়ি চালানো থেকে বিরত থাকতে হবে।

২.২ পেশাগত দায়িত্ব ও কর্তব্য:

একজন পেশাদার চালককে কিছু সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব অবশ্যই পালন করতে হয়:

- **আইনি প্রস্তুতি:**
  - **বৈধ কাগজপত্র:** ড্রাইভিং লাইসেন্স, গাড়ির রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট, ফিটনেস সার্টিফিকেট, ট্যাক্স টোকেন, রুট পারমিট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), ইন্স্যুরেন্স—এই সকল কাগজপত্রের মূল বা সত্যায়িত কপি সর্বদা গাড়িতে সংরক্ষণ করা এবং মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার আগেই নবায়ন করা।

- **আইন মেনে চলা:** ট্রাফিক আইন, সাইন, সিগন্যাল, রোড মার্কিং এবং ট্রাফিক পুলিশের নির্দেশ যথাযথভাবে অনুসরণ করা।
- **গাড়ির প্রস্তুতি (Pre-trip Inspection):**
  - **দৈনিক পরীক্ষা:** যাত্রা শুরুর আগে গাড়ির টায়ার, ব্রেক, লাইট, হর্ন, ফুয়েল, ইঞ্জিন অয়েল, কুল্যান্ট ইত্যাদি পরীক্ষা করে নেওয়া।
  - **গাড়ির পরিচ্ছন্নতা:** গাড়ির ভেতর ও বাহির, বিশেষ করে উইন্ডশিল্ড, জানালা এবং আয়নাগুলো পরিষ্কার রাখা, যাতে দৃষ্টিসীমা স্বচ্ছ থাকে।
- **যাত্রী ও মালামালের প্রতি দায়িত্ব:**
  - নির্ধারিত ক্ষমতার বেশি যাত্রী বা মালামাল বহন না করা।
  - যাত্রীদের সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ করা এবং তাদের নিরাপত্তা ও আরাম নিশ্চিত করা।
  - মালামালবাহী গাড়িতে মালামাল সঠিকভাবে বাঁধা হয়েছে কিনা এবং তা যেন রাস্তায় পড়ে না যায় বা অন্যের জন্য বিপদের কারণ না হয়, তা নিশ্চিত করা।
- **রাস্তায় চালকের আচরণ:**
  - নির্ধারিত গতিসীমা মেনে চলা এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী গতি নিয়ন্ত্রণ করা।
  - প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব পরিহার করা।
  - সাইড লেন থেকে মূল রাস্তায় ওঠার সময় বা লেন পরিবর্তনের সময় ইন্ডিকেটর ব্যবহার করা এবং নিরাপদ দূরত্ব নিশ্চিত করা।
  - নীরব এলাকা (হাসপাতাল, স্কুল) এবং আবাসিক এলাকায় অপ্রয়োজনে হর্ন না বাজানো।
- **দুর্ঘটনা পরবর্তী করণীয়:**
  - দুর্ঘটনায় পতিত হলে ঘটনাস্থল থেকে না পালিয়ে আহতদের সাহায্যের ব্যবস্থা করা এবং নিকটস্থ পুলিশ স্টেশন ও হাসপাতালকে অবহিত করা। এটি একটি আইনগত ও মানবিক দায়িত্ব।
- **দীর্ঘ যাত্রায় করণীয়:**
  - একটানা পাঁচ ঘণ্টার বেশি গাড়ি না চালানো এবং প্রতি দুই ঘণ্টা পর পর সংক্ষিপ্ত বিরতি নেওয়া।
  - যাত্রার পূর্বে পর্যাপ্ত ঘুম ও বিশ্রাম নিশ্চিত করা।
  - গাড়িতে একটি ফার্স্ট এইড বক্স এবং জরুরি টুলস (যেমন: জ্যাক, হুইল রেঞ্চ, স্পেয়ার টায়ার) রাখা।

এই দায়িত্বগুলো সঠিকভাবে পালন করলে একজন চালক শুধু নিজের পেশাগত উন্নতিই ঘটান না, বরং সড়ককে নিরাপদ রাখতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

তৃতীয় অধ্যায়:

গাড়ির প্রাথমিক পরিচিতি ও মৌলিক নিয়ন্ত্রণ

গাড়ি চালানো শেখার আগে গাড়ির নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং সেগুলোর সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও বিস্তারিত জ্ঞান থাকা অপরিহার্য। এই অধ্যায়ে গাড়ির ভেতরের ও বাইরের বিভিন্ন অংশ এবং সেগুলো নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

৩.১ চালকের আসন প্রস্তুতি (ককপিট ড্রিল)
সঠিকভাবে ও আরামে আসনে বসা নিরাপদ ড্রাইভিংয়ের প্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। এটিকে "ককপিট ড্রিল" বলা হয় কারণ এটি অনেকটা বিমান চালকের ফ্লাইট শুরুর প্রস্তুতির মতোই একটি রুটিন।

- **৩.১.১ আসন, স্টিয়ারিং ও আয়না অ্যাডজাস্টমেন্ট:**
    - **আসন (Seat) অ্যাডজাস্টমেন্ট:**
        - **অবস্থান:** প্রথমে চালকের আসনে মেরুদণ্ড সোজা করে এবং পিঠ সিটের হেলানের সাথে সম্পূর্ণ স্পর্শ করে বসুন।
        - **দূরত্ব:** আপনার পা যেন ক্লাচ (ম্যানুয়াল গাড়িতে), ব্রেক ও এক্সিলারেটর প্যাডেল পর্যন্ত সহজেই পৌঁছায় এবং প্যাডেলগুলো সম্পূর্ণ চাপার পরও হাঁটু যেন সামান্য ভাঁজ হয়ে থাকে (সাধারণত ১২০-১৫০ ডিগ্রি কোণে), সেভাবে সিট সামনে বা পেছনে সরান। পা সম্পূর্ণ সোজা হয়ে গেলে বা খুব বেশি ভাঁজ হয়ে থাকলে দীর্ঘ সময় ড্রাইভিং করা কষ্টকর এবং জরুরি অবস্থায় দ্রুত প্যাডেল পরিবর্তন করা কঠিন হয়।
        - **উচ্চতা:** অনেক গাড়িতে সিটের উচ্চতাও অ্যাডজাস্ট করা যায়। এমন উচ্চতায় বসুন যেন আপনি ড্যাশবোর্ডের উপর দিয়ে সামনের রাস্তা এবং সকল ইন্সট্রুমেন্ট প্যানেল (মিটার) স্পষ্টভাবে দেখতে পান।
        - **হেলান (Backrest):** সিটের হেলান এমনভাবে রাখুন যেন স্টিয়ারিং হুইল ধরার সময় আপনার কনুই সামান্য ভাঁজ থাকে (প্রায় ১২০ ডিগ্রি কোণে)। খুব বেশি ঝুঁকে বা হেলান দিয়ে বসা উচিত নয়, কারণ এতে শরীরের উপর চাপ পড়ে এবং গাড়ির নিয়ন্ত্রণ কমে যায়।

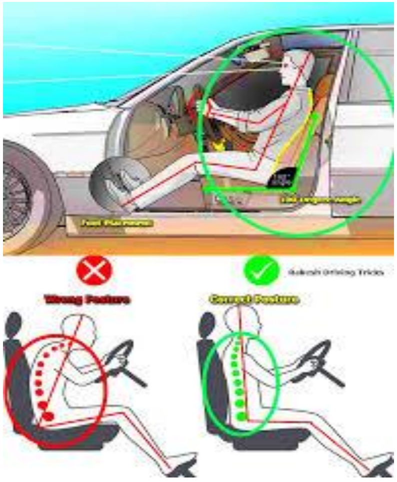

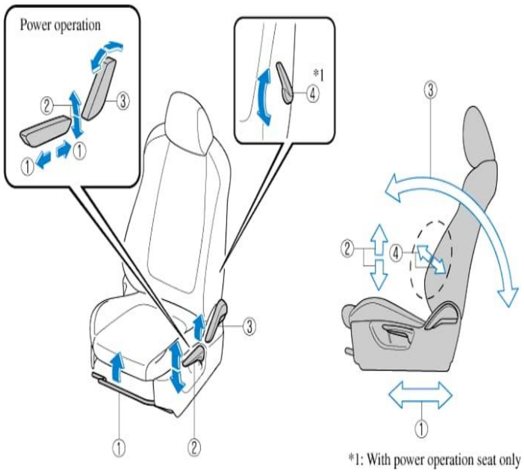

- **হেডরেস্ট (Headrest) অ্যাডজাস্টমেন্ট:**
    - হেডরেস্ট শুধুমাত্র আরামের জন্য নয়, এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তা সরঞ্জাম। পেছনের দিক থেকে গাড়িতে ধাক্কা (Rear-end collision) লাগলে এটি ঘাড়ের মারাত্মক আঘাত (Whiplash) থেকে রক্ষা করে।
    - হেডরেস্টের উপরের অংশ আপনার মাথার উপরের অংশের সমান্তরালে বা সামান্য উপরে রাখুন। আপনার মাথার পেছন দিক এবং হেডরেস্টের মধ্যে যেন খুব বেশি ফাঁক না থাকে।
- **স্টিয়ারিং হুইল (Steering Wheel) অ্যাডজাস্টমেন্ট:**
    - স্টিয়ারিং হুইল আপনার বুক থেকে একটি নিরাপদ দূরত্বে (সাধারণত ৯-১০ ইঞ্চি) রাখুন, যাতে এয়ারব্যাগ খুললে আঘাতের ঝুঁকি কমে।
    - হুইলের উপরের অংশ ধরলে আপনার কাঁধ যেন সিটের হেলান থেকে উপরে উঠে না আসে বা সামনের দিকে বেশি ঝুঁকতে না হয়। স্টিয়ারিং হুইল এমনভাবে ধরুন যেন আপনার কব্জি হুইলের উপরের অংশে রাখলে হাত সোজা থাকে।
    - অনেক গাড়িতে স্টিয়ারিং হুইল উপরে-নিচে (Tilt) বা ভেতরে-বাইরে (Telescopic) অ্যাডজাস্ট করার সুবিধা থাকে। আপনার আরাম ও নিয়ন্ত্রণ অনুযায়ী তা অ্যাডজাস্ট করে নিন।

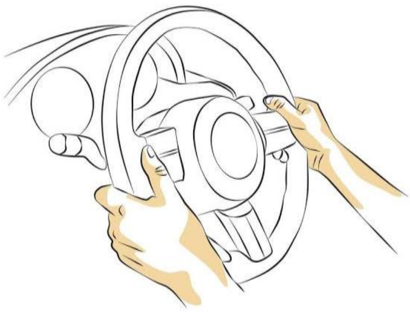

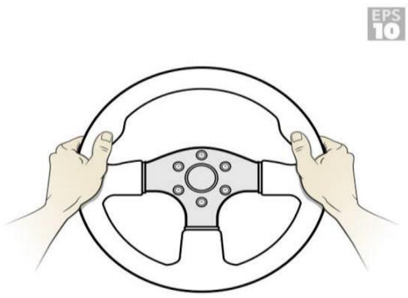

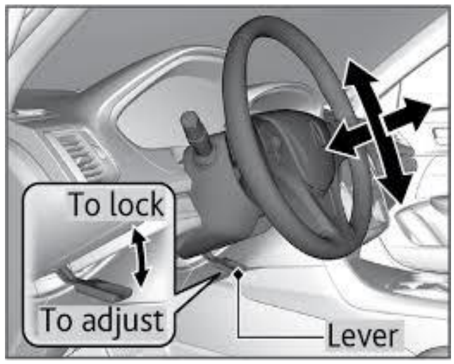

- **আয়না (Mirror) অ্যাডজাস্টমেন্ট:**
  - **ভেতরের রিয়ার-ভিউ মিরর (Interior Rear-view Mirror):** এমনভাবে সেট করুন যেন আপনি স্বাভাবিকভাবে বসে গাড়ির পেছনের পুরো উইন্ডশিল্ড বা কাঁচটি এবং পেছনের রাস্তার একটি বিস্তৃত অংশ দেখতে পান। এটিকে ঘন ঘন অ্যাডজাস্ট করার প্রয়োজন হওয়া উচিত নয়।
  - **সাইড মিরর/উইং মিরর (Side Mirrors/Wing Mirrors):** উভয় পাশের সাইড মিরর এমনভাবে সেট করুন যেন আপনার গাড়ির পাশের সামান্য অংশ (পেছনের দরজার হাতল বা পেছনের চাকার সামান্য অংশ) দেখা যায় এবং মূল ফোকাস থাকে পেছনের রাস্তার উপর। এর উদ্দেশ্য হলো ব্লাইন্ড স্পট (Blind Spot) বা দৃষ্টির বাইরের অংশ যথাসম্ভব কমিয়ে আনা।

আয়না (Mirror) অ্যাডজাস্টমেন্ট :

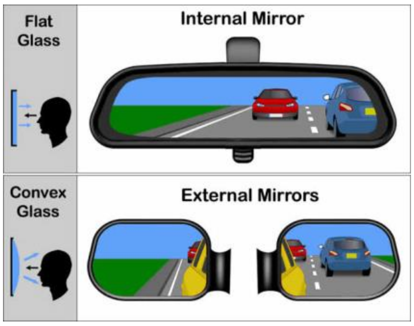

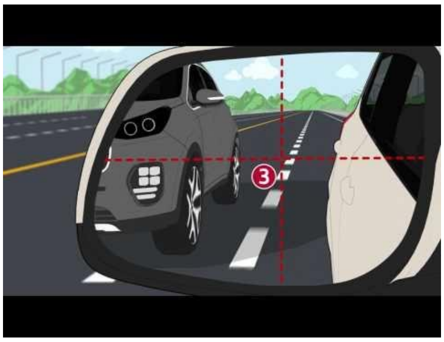

- **৩.১.২ সিটবেল্টের সঠিক ব্যবহার:**
  - গাড়ির সকল অ্যাডজাস্টমেন্ট সম্পন্ন করার পর এবং ইঞ্জিন চালু করার আগে সঠিকভাবে সিটবেল্ট বাঁধুন।
  - বেল্টের নিচের অংশটি আপনার কোমরের নিচের দিকে (পেলভিসের উপর) এবং উপরের অংশটি কাঁধের মাঝখান দিয়ে বুকের উপর দিয়ে যাবে। এটি যেন গলার খুব কাছে না যায় বা কাঁধ থেকে নেমে বাহুর উপর না থাকে।
  - নিশ্চিত করুন সিটবেল্ট যেন খুব ঢিলা বা খুব টাইট না হয় এবং এতে যেন কোনো প্যাঁচ না থাকে।
  - **সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ অনুযায়ী চালক এবং সামনের সিটের যাত্রীর জন্য সিটবেল্ট বাঁধা বাধ্যতামূলক।**
  - **[সিটবেল্ট বাঁধার সঠিক পদ্ধতি]**

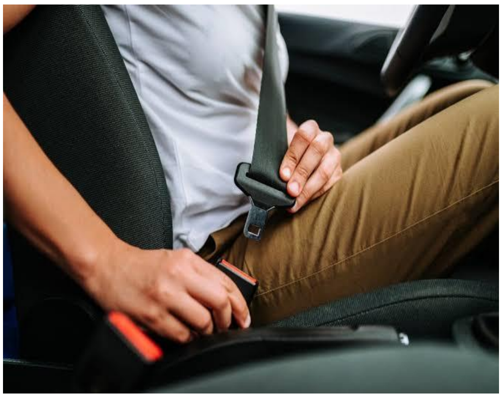

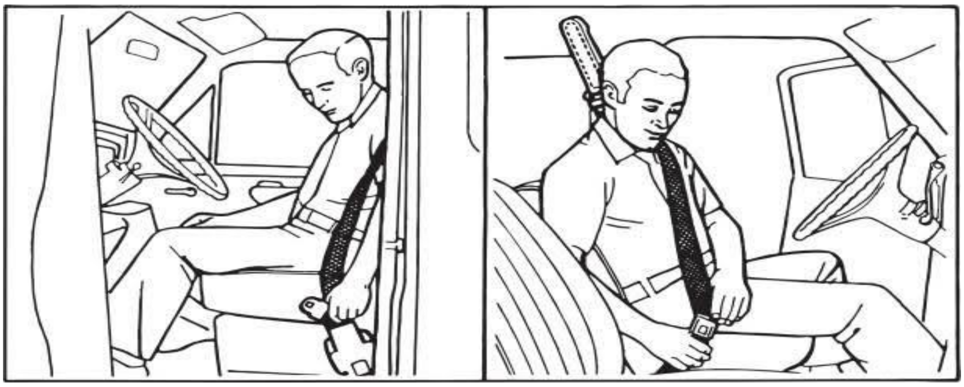

৩.২ গাড়ির প্রধান কন্ট্রোলসমূহ ও তাদের কাজ

গাড়ির প্রধান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাগুলো চালকের হাতের কাছেই থাকে। এগুলোর সঠিক ব্যবহার জানা জরুরি।

- **৩.২.১ স্টিয়ারিং, এক্সিলারেটর, ব্রেক, ক্লাচ:**
  - **স্টিয়ারিং হুইল (Steering Wheel):** এটি গাড়িকে ডানে-বামে বা সোজা পথে চালনা করতে ব্যবহৃত হয়। স্টিয়ারিং হুইল মসৃণভাবে ও প্রয়োজন অনুযায়ী ঘোরাতে হয়। সাধারণত "পুশ-পুল" (Push-Pull) বা "হ্যান্ড-ওভার-হ্যান্ড" (Hand-over-hand) পদ্ধতিতে এটি ঘোরানো হয়।
  - **এক্সিলারেটর (Accelerator) প্যাডেল:** এটি ডান পায়ের নিচে, ডানদিকের সবচেয়ে কাছের প্যাডেল। এটিতে চাপ দিলে ইঞ্জিনে জ্বালানি সরবরাহ বাড়ে এবং গাড়ির গতি বৃদ্ধি পায়। চাপ কমালে গতি কমে।
  - **ব্রেক (Brake) প্যাডেল:** এটি এক্সিলারেটরের বাম পাশে, মাঝখানের প্যাডেল। এটি গাড়ির গতি কমানো বা গাড়ি সম্পূর্ণ থামানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। ডান পা দিয়েই ব্রেক ও এক্সিলারেটর নিয়ন্ত্রণ করতে হয়।
  - **ক্লাচ (Clutch) প্যাডেল (ম্যানুয়াল গাড়ির ক্ষেত্রে):** এটি বাম পায়ের নিচে, সবচেয়ে বাম দিকের প্যাডেল। গিয়ার পরিবর্তনের সময় বা গাড়ি থামানোর ঠিক আগ মুহূর্তে ইঞ্জিনকে গিয়ারবক্স থেকে সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন করতে এটি ব্যবহার করা হয়।
  - **[তিনটি প্যাডেলের (ক্লাচ, ব্রেক, এক্সিলারেটর) ছবি ও অবস্থান]**

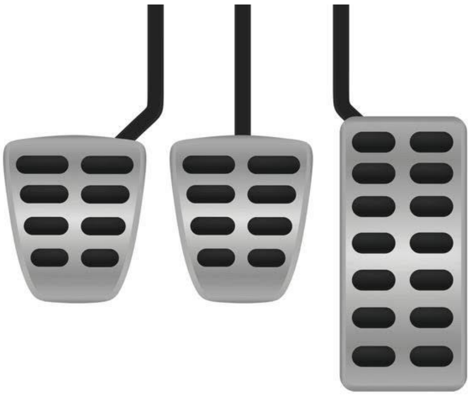

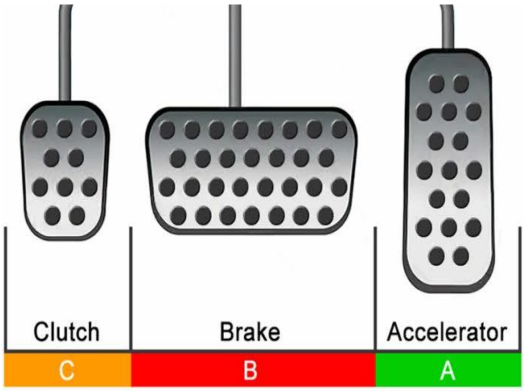

- **৩.২.২ ইন্সট্রুমেন্ট প্যানেল (Instrument Panel) বা ড্যাশবোর্ড মিটার:**
    - **স্পিডোমিটার (Speedometer):** গাড়ির বর্তমান গতি (কি.মি./ঘণ্টা বা মাইল/ঘণ্টা) দেখায়।
    - **ওডোমিটার (Odometer):** গাড়ি মোট কত দূরত্ব (কি.মি./মাইল) অতিক্রম করেছে তা দেখায়।
    - **ট্যাকোমিটার (Tachometer):** প্রতি মিনিটে ইঞ্জিনের ঘূর্ণন সংখ্যা (RPM) দেখায়। এটি সঠিক সময়ে গিয়ার পরিবর্তনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।
    - **ফুয়েল গেজ (Fuel Gauge):** ফুয়েল ট্যাংকে কতটুকু জ্বালানি আছে তা দেখায়।
    - **টেম্পারেচার গেজ (Temperature Gauge):** ইঞ্জিনের কুল্যান্টের তাপমাত্রা দেখায়। কাঁটা মাঝখানে থাকা স্বাভাবিক। যদি 'H' (Hot) বা লাল দাগের দিকে যায়, তবে ইঞ্জিন অতিরিক্ত গরম হয়ে গেছে।
    - **ওয়ার্নিং লাইটস (Warning Lights):** গাড়ির বিভিন্ন সিস্টেমের (যেমন: ইঞ্জিন, ব্যাটারি, তেল, ব্রেক, এয়ারব্যাগ) সমস্যা হলে ড্যাশবোর্ডে বিভিন্ন রঙের সতর্কীকরণ বাতি জ্বলে ওঠে।

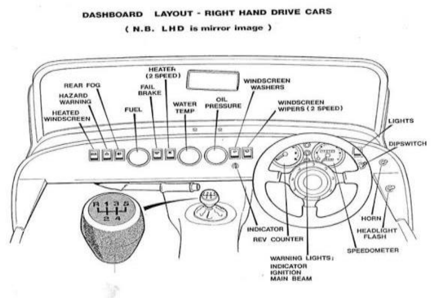

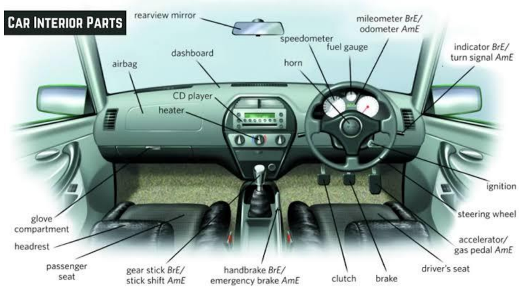

- **৩.২.৩ গিয়ার লিভার, হ্যান্ডব্রেক ও অন্যান্য সুইচ:**
  - **গিয়ার লিভার/শিফটার (Gear Lever/Shifter):** গাড়ির গতি ও ইঞ্জিনের আরপিএম অনুযায়ী বিভিন্ন গিয়ারে (যেমন: 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, Reverse) শিফট করতে এটি ব্যবহৃত হয়। অটোমেটিক গাড়িতে এটি সাধারণত P (Park), R (Reverse), N (Neutral), D (Drive) ইত্যাদি মোডে থাকে।
  - **হ্যান্ডব্রেক/পার্কিং ব্রেক (Handbrake/Parking Brake):** সাধারণত চালকের আসনের পাশে লিভার বা বর্তমানে অনেক গাড়িতে বাটন (Electronic Parking Brake) আকারে থাকে। গাড়ি পার্ক করার পর বা ঢালু রাস্তায় গাড়িকে স্থির রাখতে এটি ব্যবহৃত হয়।
  - **ইন্ডিকেটর/টার্ন সিগন্যাল (Indicator/Turn Signal) লিভার:** ডানে বা বামে মোড় নেওয়ার বা লেন পরিবর্তন করার আগে অন্য চালকদের সংকেত দিতে এটি ব্যবহৃত হয়।
  - **হেডলাইট (Headlight) ও ফগ লাইট (Fog Light) সুইচ:** রাতের বেলায়, কম আলোতে বা কুয়াশায় বাতি জ্বালাতে ব্যবহৃত হয়।
  - **হ্যাজার্ড লাইট/ইমার্জেন্সি ফ্ল্যাশার (Hazard Light/Emergency Flasher) সুইচ:** জরুরি অবস্থায় বা গাড়ি রাস্তায় থেমে গেলে অন্য চালকদের সতর্ক করতে চারটি ইন্ডিকেটর লাইট একসাথে জ্বালাতে এই সুইচ (সাধারণত ড্যাশবোর্ডে লাল ত্রিভুজাকৃতির) ব্যবহৃত হয়।
  - **উইন্ডশিল্ড ওয়াইপার (Windshield Wiper) ও ওয়াশার (Washer) কন্ট্রোল:** বৃষ্টিতে বা কাঁচে ময়লা জমলে উইন্ডশিল্ড পরিষ্কার করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

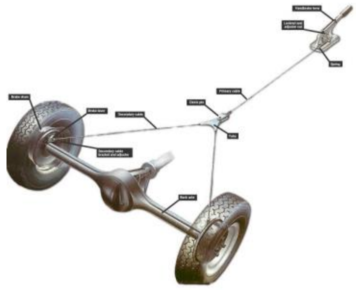

৩.৩ গাড়ি স্টার্ট ও বন্ধ করার সঠিক পদ্ধতি

- **গাড়ি স্টার্ট করার আগে:**
  - নিশ্চিত করুন হ্যান্ডব্রেক টানা আছে।
  - ম্যানুয়াল গাড়িতে গিয়ার নিউট্রাল পজিশনে আছে কিনা দেখে নিন এবং ক্লাচ প্যাডেল সম্পূর্ণ চেপে ধরুন।
  - অটোমেটিক গাড়িতে গিয়ার লিভার 'P' (Park) অথবা 'N' (Neutral) পজিশনে আছে কিনা দেখে নিন এবং ব্রেক প্যাডেল চেপে ধরুন।
-
- **ইঞ্জিন স্টার্ট করা:**
  - চাবি ইগনিশন সুইচে প্রবেশ করিয়ে প্রথমে 'ACC' (Accessories), তারপর 'ON' (ইগনিশন অন, ড্যাশবোর্ডের বাতি জ্বলবে) পজিশনে নিন। কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করুন যাতে ফুয়েল পাম্প কাজ করতে পারে এবং সিস্টেমগুলো প্রস্তুত হতে পারে।
  - এরপর চাবি আরও ঘুরিয়ে 'START' পজিশনে নিন (বা পুশ স্টার্ট বাটন চাপুন)। ইঞ্জিন চালু হয়ে গেলে চাবি বা বাটন ছেড়ে দিন।
- **ইঞ্জিন বন্ধ করা:**
  - গাড়ি সম্পূর্ণভাবে নিরাপদ স্থানে থামান।
  - অটোমেটিক গাড়িতে গিয়ার লিভার 'P' (Park) পজিশনে নিন। ম্যানুয়াল গাড়িতে গিয়ার নিউট্রালে রাখুন (অথবা ঢালু স্থানে হলে প্রথম বা রিভার্স গিয়ারে রেখে হ্যান্ডব্রেক ভালোভাবে টানুন)।
  - ইঞ্জিন বন্ধ করার জন্য চাবি 'OFF' বা 'LOCK' পজিশনে ঘোরান (বা স্টার্ট/স্টপ বাটন চাপুন)।
  - গাড়ি থেকে নামার আগে হ্যান্ডব্রেক ঠিকমতো টানা হয়েছে কিনা নিশ্চিত করুন।

চতুর্থ অধ্যায়:

গাড়ির মৌলিক রক্ষণাবেক্ষণ ও পরীক্ষা

নিরাপদ ড্রাইভিং এবং গাড়ির দীর্ঘস্থায়িত্বের জন্য নিয়মিতভাবে কিছু মৌলিক রক্ষণাবেক্ষণ ও পরীক্ষা করা অত্যন্ত জরুরি। একজন চালক হিসেবে এই বিষয়গুলো জানা থাকলে অনেক অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি এড়ানো যায়।

৪.১ চালক পর্যায়ে দৈনিক বা যাত্রাপূর্ব পরীক্ষা (WALK Check)

প্রতিবার গাড়ি চালানোর আগে কিছু বিষয় দ্রুত দেখে নেওয়া উচিত, যা "WALK" চেক নামেও পরিচিত: **W**ater (পানি), **A**ir (বাতাস), **L**ights (বাতি), **K**nowledge of papers (কাগজপত্র)।

- **৪.১.১ তরল পদার্থের লেভেল পরীক্ষা:**
    - **ইঞ্জিন অয়েল (Engine Oil):** ইঞ্জিন ঠান্ডা অবস্থায়, গাড়ি সমতল জায়গায় রেখে ডিপস্টিক (Dipstick) বের করে প্রথমে একটি পরিষ্কার কাপড় দিয়ে মুছে নিন। এরপর ডিপস্টিকটি আবার সম্পূর্ণ প্রবেশ করিয়ে বের করে অয়েলের লেভেল পরীক্ষা করুন। লেভেল যেন সর্বনিম্ন (Min/L) ও সর্বোচ্চ (Max/H) দাগের মধ্যে থাকে। অয়েলের রঙ যদি খুব কালো বা ঘোলাটে হয় এবং ঘনত্ব যদি খুব পাতলা বা আঠালো মনে হয়, তবে পরিবর্তনের সময় হয়েছে কিনা তা অভিজ্ঞ মেকানিককে দেখান।

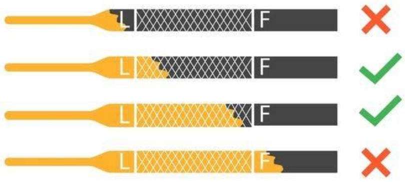

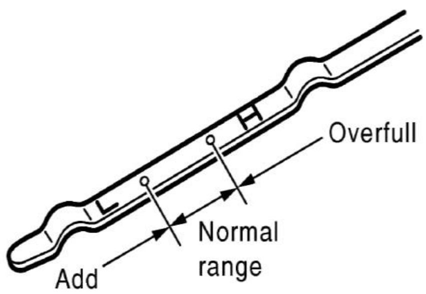

- **কুল্যান্ট (Coolant) / রেডিয়েটরের পানি:** ইঞ্জিন ঠান্ডা অবস্থায় রেডিয়েটরের রিজার্ভ ট্যাংকে (Overflow Tank) কুল্যান্টের লেভেল পরীক্ষা করুন। এটিও Min/Max দাগের মধ্যে থাকা উচিত। কুল্যান্টের রঙ স্বাভাবিক আছে কিনা দেখুন। সরাসরি রেডিয়েটরের ক্যাপ খুলতে হলে ইঞ্জিন সম্পূর্ণ ঠান্ডা না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন, নতুবা গরম বাষ্পে হাত পুড়ে যেতে পারে।

- **ব্রেক ফ্লুইড (Brake Fluid):** ব্রেক ফ্লুইড রিজার্ভার (সাধারণত ইঞ্জিনের কাছাকাছি, স্বচ্ছ পাত্র) বাইরে থেকে দেখে বা ক্যাপ খুলে লেভেল পরীক্ষা করুন। এটিও Min/Max দাগের মধ্যে থাকা উচিত। ব্রেক ফ্লুইডের লেভেল কমে গেলে ব্রেকিং সিস্টেমে লিক থাকতে পারে, যা অত্যন্ত বিপজ্জনক।

  - **ব্রেক ফ্লুইড রিজার্ভারের ছবি**

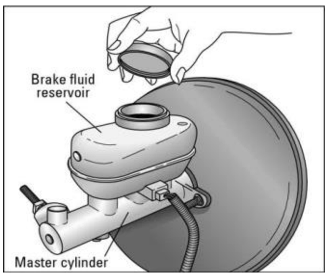

- **উইন্ডশিল্ড ওয়াশার ফ্লুইড (Windshield Washer Fluid):** উইন্ডশিল্ড বা সামনের কাঁচ পরিষ্কার রাখার জন্য এই ফ্লুইডের রিজার্ভারে পর্যাপ্ত তরল (সাধারণ পানি বা বিশেষ ওয়াশার ফ্লুইড) আছে কিনা দেখুন।

  [ওয়াশার ফ্লুইড রিজার্ভারের ছবি]

- **৪.১.২ টায়ারের যত্ন:**
  - **এয়ার প্রেসার (Air Pressure):** সপ্তাহে অন্তত একবার এবং দীর্ঘ যাত্রার আগে প্রতিটি টায়ারের (স্পেয়ার টায়ারসহ) বাতাসের চাপ পরীক্ষা করুন। গাড়ির চালকের পাশের দরজার চৌকাঠে বা গাড়ির ইউজার ম্যানুয়ালে সঠিক প্রেসারের মাপ (PSI বা kPa) উল্লেখ থাকে। সঠিক প্রেসার না থাকলে টায়ার দ্রুত ক্ষয় হয়, জ্বালানি বেশি খরচ হয় এবং গাড়ির নিয়ন্ত্রণ কমে যেতে পারে।

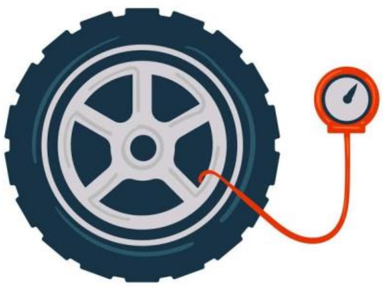

- **ট্রেড ডেপথ (Tread Depth) ও সাধারণ অবস্থা:** টায়ারের খাঁজ (ট্রেড) যথেষ্ট গভীর আছে কিনা দেখুন। একটি ১ বা ২ টাকার কয়েন খাঁজের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে এর গভীরতা অনুমান করা যায়। ট্রেড ক্ষয়ে গেলে, বিশেষ করে ভেজা রাস্তায়, গাড়ির গ্রিপ কমে যায় এবং ব্রেক করার দূরত্ব বেড়ে যায়। টায়ারে কোনো কাটা, ফোলা, বা অন্য কোনো অস্বাভাবিক ক্ষতি আছে কিনা নিয়মিত লক্ষ্য করুন।
- **[টায়ারের ট্রেড ডেপথ পরীক্ষা]**

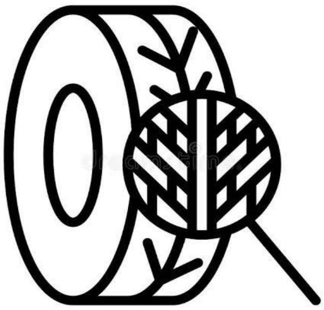

- **৪.১.৩ লাইট, ইন্ডিকেটর ও হর্নের কার্যকারিতা পরীক্ষা:**
  - গাড়ি চালানোর আগে নিশ্চিত হয়ে নিন যে গাড়ির হেডলাইট (হাই ও লো বিম), ব্রেক লাইট, ইন্ডিকেটর (ডানে-বামে), পার্কিং লাইট, রিভার্স লাইট এবং হ্যাজার্ড লাইট ঠিকমতো কাজ করছে। প্রয়োজনে অন্য কারো সাহায্য নিন। হর্ন ঠিকমতো বাজছে কিনা তাও পরীক্ষা করুন।
-
- **৪.১.৪ ব্যাটারি ও ওয়াইপার ব্লেডের সাধারণ পর্যবেক্ষণ:**
  - **ব্যাটারি:** ব্যাটারির টার্মিনালগুলো (পজিটিভ ও নেগেটিভ প্রান্ত) পরিষ্কার আছে কিনা এবং সংযোগ টাইট আছে কিনা দেখুন। যদি টার্মিনালে সাদা বা সবুজ ময়লা (Corrosion) জমে, তবে তা পরিষ্কার করা উচিত (সাবধানে)।
  - **ওয়াইপার ব্লেড (Wiper Blades):** উইন্ডশিল্ড ওয়াইপারের রাবার ব্লেডগুলো ফেটে গেছে কিনা বা শক্ত হয়ে গেছে কিনা দেখুন। যদি কাঁচ পরিষ্কার করার সময় দাগ কাটে বা শব্দ হয়, তাহলে ব্লেড পরিবর্তন করার প্রয়োজন হতে পারে।

৪.২ গাড়ির নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের গুরুত্ব

গাড়ির দীর্ঘস্থায়িত্ব, নিরাপদ চালনা এবং পরিবেশ সুরক্ষার জন্য নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

- **ইঞ্জিন অয়েল ও ফিল্টার পরিবর্তন:** ইঞ্জিন অয়েল ইঞ্জিনের বিভিন্ন চলমান অংশকে মসৃণ রাখে, ক্ষয় থেকে রক্ষা করে এবং ইঞ্জিন ঠান্ডা রাখতে সাহায্য করে। গাড়ির প্রস্তুতকারকের নির্দেশনা অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময় বা কিলোমিটার পর পর ইঞ্জিন অয়েল এবং অয়েল ফিল্টার পরিবর্তন করা উচিত।
- **টায়ারের যত্ন ও রোটেশন:** নিয়মিত এয়ার প্রেসার পরীক্ষা করার পাশাপাশি, নির্দিষ্ট সময় পর পর টায়ার রোটেশন (সামনের চাকা পেছনে, পেছনের চাকা সামনে আনা) করলে টায়ারগুলো সমানভাবে ক্ষয় হয় এবং বেশিদিন টিকে। হুইল অ্যালাইনমেন্ট ও ব্যালান্সিংও টায়ারের আয়ু বাড়ায় এবং গাড়ির নিয়ন্ত্রণ সঠিক রাখে।
- **ব্রেক সিস্টেমের রক্ষণাবেক্ষণ:** ব্রেক প্যাড, ব্রেক শু, ব্রেক ডিস্ক/ড্রাম এবং ব্রেক ফ্লুইড নিয়মিত পরীক্ষা করা ও প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তন করা নিরাপদ ড্রাইভিংয়ের জন্য অপরিহার্য। ব্রেক থেকে কোনো অস্বাভাবিক শব্দ আসলে বা ব্রেক দুর্বল মনে হলে দ্রুত মেকানিককে দেখানো উচিত।
- **অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ:** এয়ার ফিল্টার ও কেবিন ফিল্টার নিয়মিত পরিষ্কার বা পরিবর্তন করা, স্পার্ক প্লাগ (পেট্রোল ইঞ্জিনে) পরীক্ষা ও পরিবর্তন করা, টাইমিং বেল্ট/চেইন নির্দিষ্ট সময় পর পর পরিবর্তন করা, গাড়ির বৈদ্যুতিক সংযোগ ও ব্যাটারি পরীক্ষা করা, এবং সাসপেনশন ও স্টিয়ারিং সিস্টেম পরীক্ষা করা।

একজন চালক হিসেবে এই মৌলিক রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়গুলো জানা থাকলে যেমন নিজের গাড়ির প্রতি যত্ন নেওয়া যায়, তেমনি রাস্তায় অনাকাঙ্ক্ষিত বিপদ থেকেও রক্ষা পাওয়া যায়।

পঞ্চম অধ্যায়:

সড়ক নিরাপত্তা, ট্রাফিক আইন ও চিহ্নসমূহ

সড়ক নিরাপত্তা একটি বহুমাত্রিক বিষয়, যা শুধুমাত্র চালকের দক্ষতা বা গাড়ির অবস্থার উপরই নির্ভর করে না, বরং সড়কের পরিবেশ, ট্রাফিক আইন এবং সকল সড়ক ব্যবহারকারীর আচরণের উপরও নির্ভরশীল। এই অধ্যায়ে আমরা সড়ক নিরাপত্তা, ট্রাফিক আইন, রাস্তার বিভিন্ন সাংকেতিক চিহ্ন এবং মার্কিং নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো।

৫.১ সড়ক নিরাপত্তা ও দুর্ঘটনার কারণ-প্রতিকার

- **নিরাপদ সড়কের গুরুত্ব:** নিরাপদ সড়ক প্রতিটি নাগরিকের অধিকার এবং একটি দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। সড়ক দুর্ঘটনা প্রতি বছর অসংখ্য মানুষের জীবন কেড়ে নেয় এবং আরও অনেককে পঙ্গু করে দেয়, যার সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব সুদূরপ্রসারী। নিরাপদ সড়ক ব্যবস্থা চালক, যাত্রী, পথচারী সকলের জন্যই আত্মবিশ্বাস ও স্বস্তি বয়ে আনে।
- **সড়ক দুর্ঘটনার প্রধান কারণসমূহ:**
    - **চালক সম্পর্কিত কারণ:** অতিরিক্ত গতিতে গাড়ি চালানো, বেপরোয়া চালনা ও বিপজ্জনক ওভারটেকিং, ট্রাফিক আইন অমান্য করা, চালকের অমনোযোগিতা (মোবাইল ফোন ব্যবহার), নেশাগ্রস্ত বা ক্লান্ত অবস্থায় গাড়ি চালানো, প্রশিক্ষণবিহীন বা অদক্ষ চালক, হেলপার দ্বারা গাড়ি চালানো।
    - **যানবাহন সম্পর্কিত কারণ:** ফিটনেসবিহীন বা ত্রুটিপূর্ণ যানবাহন (যেমন: দুর্বল ব্রেক, মসৃণ টায়ার, ত্রুটিপূর্ণ লাইট), অতিরিক্ত যাত্রী ও মালামাল বহন।
    - **রাস্তা ও পরিবেশ সম্পর্কিত কারণ:** রাস্তার নির্মাণজনিত ত্রুটি, অপ্রশস্ত রাস্তা, ঝুঁকিপূর্ণ বাঁক, অসংরক্ষিত রেল ক্রসিং, অপর্যাপ্ত সড়ক চিহ্ন বা সিগন্যাল, প্রতিকূল আবহাওয়া (বৃষ্টি, কুয়াশা)।
    - **পথচারী সম্পর্কিত কারণ:** অসতর্কভাবে রাস্তা পারাপার, ফুটপাত বা ফুটওভার ব্রিজ ব্যবহার না করা, দৌড়ে রাস্তা পার হওয়া।
- **সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিকারের উপায়:**
    - চালকদের জন্য মানসম্মত প্রশিক্ষণ এবং নিয়মিত দক্ষতা যাচাইয়ের ব্যবস্থা করা।
    - কঠোরভাবে ট্রাফিক আইন প্রয়োগ করা এবং আইন লঙ্ঘনকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির আওতায় আনা।
    - যানবাহনের ফিটনেস পরীক্ষা জোরদার করা এবং ফিটনেসবিহীন যানবাহন চলাচল বন্ধ করা।

  - রাস্তার নকশা উন্নত করা, ঝুঁকিপূর্ণ স্থান চিহ্নিত করে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা নেওয়া এবং পর্যাপ্ত সড়ক চিহ্ন ও সিগন্যাল স্থাপন করা।
  - পথচারীসহ সকল সড়ক ব্যবহারকারীর মধ্যে ব্যাপক জনসচেতনতা তৈরি করা।
  - পাঠ্যসূচিতে সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ক অধ্যায় অন্তর্ভুক্ত করা।

৫.২ সড়ক ব্যবহার বিধি ও চালনার নিয়মাবলী

- **রাস্তায় চলার সাধারণ নিয়ম (বাংলাদেশ):**
  - গাড়ি সর্বদা রাস্তার বাম দিক দিয়ে চালাতে হবে।
  - বিপরীত দিক থেকে আসা গাড়িকে ডান দিক দিয়ে যাওয়ার সুযোগ দিতে হবে।
  - নির্ধারিত লেন মেনে চলতে হবে এবং অকারণে লেন পরিবর্তন করা যাবে না।
  - নির্ধারিত গতিসীমা মেনে চলতে হবে। শহরের রাস্তায় গতি কম রাখুন এবং হাইওয়েতে নির্ধারিত সর্বোচ্চ গতিসীমার বেশি গতিতে চালাবেন না।
- **ওভারটেকিং এর নিয়ম ও নিষেধাজ্ঞা:**
  - **সঠিক পদ্ধতি:** ডান দিক দিয়ে ওভারটেক করতে হবে (বিশেষ পরিস্থিতি ব্যতীত)। ইন্ডিকেটর ব্যবহার করে, আয়নায় ও ব্লাইন্ড স্পটে দেখে, নিরাপদ দূরত্ব নিশ্চিত করে দ্রুত ও সাবধানে ওভারটেক করতে হবে এবং নিরাপদে নিজের লেনে ফিরে আসতে হবে।
  - **ওভারটেকিং যেখানে নিষিদ্ধ:** ব্রিজ, টানেল, কালভার্ট, রেলক্রসিং, রাস্তার তীক্ষ্ণ বাঁক, পাহাড়ের ঢাল, যেখানে সামনের রাস্তা দেখা যায় না (ব্লাইন্ড কার্ভ), জেব্রা ক্রসিং, স্কুল এলাকা, সলিড লাইন (টানা দাগ) থাকলে, ঘন কুয়াশা বা প্রবল বৃষ্টির সময়।
  - **বিশেষ পরিস্থিতিতে বামে ওভারটেক:** যদি সামনের গাড়ি ডান দিকে মোড় নেওয়ার জন্য ইন্ডিকেটর দিয়ে রাস্তার মাঝখানে বা ডানে সরে যায় এবং বামে পর্যাপ্ত ও নিরাপদ জায়গা থাকে, তবেই বাম দিক দিয়ে ওভারটেক করা যেতে পারে।

- **বাঁকে ও ডানে-বামে মোড় নেওয়ার নিয়ম:**
    - **মোড় নেওয়ার আগে:** গতি কমাতে হবে, সঠিক লেনে অবস্থান নিতে হবে (বামে মোড়ের জন্য বাম লেনে, ডানে মোড়ের জন্য রাস্তার মাঝখানের কাছাকাছি বা ডান লেনে), ইন্ডিকেটর দিতে হবে, আয়নায় ও ব্লাইন্ড স্পটে দেখে নিতে হবে।
    - **বাম দিকে মোড় নেওয়ার সময়:** রাস্তার বাম প্রান্ত ঘেঁষে মোড় নিতে হবে।
    - **ডান দিকে মোড় নেওয়ার সময়:** রাস্তার মাঝখান থেকে (বা নির্ধারিত লেন থেকে) প্রশস্তভাবে মোড় নিতে হবে, যাতে বিপরীত দিক থেকে আসা গাড়ির লেনে ঢুকে না যায়। "গিভ ওয়ে" বা অন্যান্য নির্দেশনা মেনে চলতে হবে।

৫.৩ ট্রাফিক আইন লঙ্ঘন ও শাস্তি (সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ অনুযায়ী)

আইন মেনে গাড়ি চালানো প্রতিটি চালকের নৈতিক ও আইনগত দায়িত্ব। ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনের ফলে জরিমানা, কারাদণ্ড এবং ড্রাইভিং লাইসেন্সে পয়েন্ট কর্তন হতে পারে। নিচে কিছু সাধারণ অপরাধ ও তার শাস্তি উল্লেখ করা হলো:

- **ড্রাইভিং লাইসেন্স সংক্রান্ত অপরাধ:**
    - **লাইসেন্স ব্যতীত গাড়ি চালানো (ধারা ৬৬):** অনধিক ৬ মাসের কারাদণ্ড বা অনধিক ২৫,০০০ টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ড।
    - **লাইসেন্স স্থগিত বা বাতিল অবস্থায় গাড়ি চালানো (ধারা ৭০):** অনধিক ৩ মাসের কারাদণ্ড বা অনধিক ২৫,০০০ টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ড।
- **সাধারণ ট্রাফিক আইন লঙ্ঘন:**
    - **নির্ধারিত গতির অতিরিক্ত গতিতে গাড়ি চালানো (ধারা ৮৭):** অনধিক ৩ মাসের কারাদণ্ড বা অনধিক ১০,০০০ টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ড এবং চালকের ক্ষেত্রে ১ পয়েন্ট কাটা হবে।
    - **ট্রাফিক সংকেত বা চিহ্ন অমান্য করা (ধারা ৮৫):** অনধিক ১ মাসের কারাদণ্ড বা অনধিক ১০,০০০ টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ড এবং চালকের ক্ষেত্রে ১ পয়েন্ট কাটা হবে।
    - **সিটবেল্ট না বেঁধে গাড়ি চালানো ও গাড়ি চালানোর সময় মোবাইল ফোন ব্যবহার করা (ধারা ৯২):** অনধিক ১ মাসের কারাদণ্ড বা অনধিক ৫,০০০ টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ড এবং চালকের ক্ষেত্রে ১ পয়েন্ট কাটা হবে।
    - **হেলমেটবিহীন মোটরসাইকেল চালানো বা আরোহী বহন (ধারা ৯২):** অনধিক ৩ মাসের কারাদণ্ড বা অনধিক ১০,০০০ টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ড এবং চালকের ক্ষেত্রে ১ পয়েন্ট কাটা হবে।

  - **ভুল স্থানে বা পার্কিং নিষেধ এলাকায় গাড়ি পার্কিং (ধারা ৯০):** অনধিক ৫,০০০ টাকা জরিমানা এবং চালকের ক্ষেত্রে ১ পয়েন্ট কাটা হবে।
- **যানবাহনের ফিটনেস ও রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত অপরাধ:**
  - **ফিটনেস সার্টিফিকেট না থাকা বা মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়া (ধারা ৭৫):** অনধিক ৬ মাসের কারাদণ্ড বা অনধিক ২৫,০০০ টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ড।
  - **রেজিস্ট্রেশন ব্যতীত গাড়ি চালানো (ধারা ৭২):** অনধিক ৬ মাসের কারাদণ্ড বা অনধিক ৫০,০০০ টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ড।
  - **ট্যাক্স টোকেন মেয়াদোত্তীর্ণ হলে (ধারা ৭৬):** অনধিক ১০,০০০ টাকা জরিমানা।
- **গুরুতর অপরাধ:**
  - **নেশাগ্রস্ত অবস্থায় গাড়ি চালানো (ধারা ৯০):** অনধিক ৩ মাসের কারাদণ্ড বা অনধিক ১০,০০০ টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ড এবং চালকের ১ পয়েন্ট কর্তন।
  - **বেপরোয়া বা বিপজ্জনকভাবে গাড়ি চালিয়ে দুর্ঘটনা ঘটানো:**
    - **সাধারণ আঘাত (ধারা ৯৮):** অনধিক ৩ মাসের কারাদণ্ড বা অনধিক ২৫,০০০ টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ড এবং চালকের ১ পয়েন্ট কর্তন।
    - **গুরুতর আঘাত বা মৃত্যু (ধারা ১০৫):** এটি ফৌজদারি অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে এবং দণ্ডবিধির ৩০৪(খ) ধারা অনুযায়ী (বেপরোয়া চালনার কারণে মৃত্যু) অনধিক ৫ বছরের কারাদণ্ড বা অনধিক ৫ লক্ষ্য টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড হতে পারে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: উপরে উল্লিখিত শাস্তিগুলো সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ এর আলোকে একটি সারসংক্ষেপ। আইনের প্রয়োগ ও শাস্তির মাত্রা আদালতের এখতিয়ারভুক্ত।

৫.৩ রাস্তার সাংকেতিক চিহ্ন ও মার্কিং

- **৫.৩.১ সাংকেতিক চিহ্নের প্রকারভেদ:**
  - **বাধ্যতামূলক চিহ্ন (Mandatory Signs):** এগুলো অবশ্যই মানতে হবে। এগুলো অমান্য করা আইনত দণ্ডনীয়।
    - **নিষেধাজ্ঞামূলক (সাধারণত লাল বৃত্ত):** কোনো কিছু করা নিষেধ বোঝায়। **উদাহরণ:** প্রবেশ নিষেধ, হর্ন নিষেধ, পার্কিং নিষেধ, গতিসীমা।
    - **আদেশমূলক (সাধারণত নীল বৃত্ত):** কোনো কিছু করতে নির্দেশ দেয়। **উদাহরণ:** বামে চলুন, সোজা যান, শুধুমাত্র সাইকেল।

▪ **বিশেষ বাধ্যতামূলক:** "STOP" (থামুন) এবং "GIVE WAY" (রাস্তা দিন)।

○ **সতর্কতামূলক চিহ্ন (Warning Signs):** সাধারণত লাল বর্ডারযুক্ত ত্রিভুজাকৃতির হয়। এগুলো রাস্তার সামনে সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে। **উদাহরণ:** বাঁক, চৌরাস্তা, স্কুল, রেলক্রসিং, পিচ্ছিল রাস্তা।

○ **তথ্যমূলক চিহ্ন (Informative Signs):** সাধারণত নীল বা সবুজ রঙের আয়তাকার হয়। এগুলো বিভিন্ন সুবিধা বা স্থানের তথ্য দেয়। **উদাহরণ:** হাসপাতাল, ফিলিং স্টেশন, পার্কিং, গন্তব্যের দিকনির্দেশনা।

- **৫.৩.২ ট্রাফিক লাইট সংকেত ও তার অর্থ:**
    - **লাল আলো (Red Light):** থামুন। স্টপ লাইনের আগে গাড়ি সম্পূর্ণ থামাতে হবে।
    - **হলুদ আলো (Yellow/Amber Light):** সতর্ক হোন, সিগন্যাল শীঘ্রই লাল হবে। নিরাপদে থামা সম্ভব হলে থামুন। হলুদ আলোতে গতি বাড়ানো উচিত নয়।
    - **সবুজ আলো (Green Light):** যান। রাস্তা নিরাপদ থাকলে অগ্রসর হোন।
    - **সবুজ তীর চিহ্ন (Green Arrow):** শুধুমাত্র তীর নির্দেশিত দিকে যাওয়া যাবে।
    - **ফ্ল্যাশিং লাল আলো:** "থামুন, দেখুন, তারপর যান" (STOP সাইনের মতো)।
    - **পথচারী সংকেত (Pedestrian Signal):** সবুজ মানুষ (পারাপার হওয়া যাবে), লাল মানুষ (অপেক্ষা করতে হবে)।
- **৫.৩.৩ ট্রাফিক পুলিশের হাতের সংকেত:**
  যেখানে ট্রাফিক লাইট নেই বা অকার্যকর, সেখানে ট্রাফিক পুলিশের হাতের সংকেত মানা বাধ্যতামূলক এবং এটি ট্রাফিক লাইটের চেয়ে বেশি অগ্রাধিকার পায়। চালকদের এই সংকেতগুলো সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা রাখতে হবে।

- **৫.৩.৪ রোড মার্কিং (রাস্তার দাগ) ও তার অর্থ:**
  - **লেন বিভাজক:**
    - **সাদা ভাঙা দাগ (Broken White Line):** লেন নির্দেশ করে; সতর্কতার সাথে লেন পরিবর্তন করা যাবে।
    - **সাদা টানা দাগ (Solid White Line):** লেন নির্দেশ করে; এই দাগ অতিক্রম করা বা লেন পরিবর্তন করা সাধারণত নিষেধ।
    - **পাশাপাশি দুটি সাদা টানা দাগ (Double Solid White Line):** এই দাগ অতিক্রম করা সম্পূর্ণ নিষেধ।
  - **বিশেষ মার্কিং:**
    - **জেব্রা ক্রসিং:** পথচারী পারাপারের স্থান। পথচারীদের অগ্রাধিকার দিতে হবে।
    - **বক্স জংশন (হলুদ রঙের আড়াআড়ি দাগ):** এই বক্সের ভেতরে গাড়ি থামানো যাবে না, যদি না বের হওয়ার পথ পরিষ্কার থাকে।
    - **জিগ-জ্যাগ লাইন:** স্কুল বা হাসপাতালের কাছে থাকে। এখানে ওভারটেকিং, পার্কিং বা থামা নিষেধ।
  - **অন্যান্য মার্কিং:** বাস লেন, সাইকেল লেন, তীর চিহ্ন, রাস্তার উপর লেখা "STOP" বা "SLOW" ইত্যাদি চালকদের নির্দিষ্ট নির্দেশনা প্রদান করে।

ষষ্ঠ অধ্যায়:

বিভিন্ন পরিস্থিতিতে নিরাপদ ড্রাইভিং কৌশল

বিভিন্ন রাস্তা, আবহাওয়া এবং ট্রাফিক পরিস্থিতিতে নিরাপদে গাড়ি চালানোর জন্য চালকের বিশেষ দক্ষতা ও সচেতনতার প্রয়োজন হয়। এই অধ্যায়ে আমরা কিছু সাধারণ ও গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতিতে নিরাপদ ড্রাইভিংয়ের কৌশল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো।

৬.১ প্রতিরক্ষামূলক ড্রাইভিং (Defensive Driving) এর মূলনীতি

প্রতিরক্ষামূলক ড্রাইভিং হলো দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য একটি উন্নত ড্রাইভিং কৌশল, যেখানে চালক শুধুমাত্র নিজের ভুল এড়িয়ে চলেন না, বরং রাস্তার অন্য ব্যবহারকারীদের সম্ভাব্য ভুলের জন্যেও সর্বদা সচেতন ও প্রস্তুত থাকেন।

- **সতর্ক পর্যবেক্ষণ ও দূরদৃষ্টি (Scanning & Awareness):**
    - **সামনে, পেছনে ও পাশে নজর রাখা:** শুধুমাত্র সামনের গাড়ির দিকে না তাকিয়ে রাস্তার অনেক দূরে (Look Ahead), পাশে (Side to Side) এবং নিয়মিতভাবে আয়নার মাধ্যমে পেছনের দিকে (Rear View & Side Mirrors) খেয়াল রাখুন।
    - **সম্ভাব্য বিপদ আঁচ করা (Anticipation):** রাস্তার পরিস্থিতি, অন্যান্য গাড়ির গতিবিধি, পথচারীদের নড়াচড়া ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে সম্ভাব্য বিপদ আগে থেকে আঁচ করার চেষ্টা করুন। যেমন: পার্ক করা গাড়ির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দরজা খুলে দিতে পারে, বা বাসের সামনে থেকে যাত্রী দৌড়ে রাস্তা পার হতে পারে—এসব ভেবে প্রস্তুত থাকুন।
- **নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখা (Maintaining Safe Following Distance):**
    - **২-সেকেন্ড বা ৩-সেকেন্ড রুল:** সামনের গাড়ি থেকে কমপক্ষে ২ বা ৩ সেকেন্ডের দূরত্ব বজায় রাখুন। এটি পরিমাপ করার জন্য সামনের গাড়ি যখন কোনো নির্দিষ্ট বস্তু (যেমন: ল্যাম্পপোস্ট, সাইনবোর্ড) অতিক্রম করে, তখন থেকে আপনি গণনা শুরু করুন। আপনি যদি সেই বস্তুটি ২/৩ সেকেন্ড বা তার পরে অতিক্রম করেন, তাহলে আপনার দূরত্ব ঠিক আছে। খারাপ আবহাওয়ায় বা রাতে এই দূরত্ব আরও বাড়াতে হবে।
- **সঠিক গতি ও অবস্থান (Appropriate Speed & Positioning):**
    - রাস্তার অবস্থা, আবহাওয়া, ট্রাফিকের ঘনত্ব এবং আইন অনুযায়ী সঠিক ও নিরাপদ গতিতে গাড়ি চালান। গতিসীমা মেনে চলুন।

- নিজের লেনে সঠিকভাবে গাড়ি অবস্থান করুন এবং অকারণে লেন পরিবর্তন করবেন না।

- **যোগাযোগ (Communication):**
    - আপনার উদ্দেশ্য (যেমন: মোড় নেওয়া, লেন পরিবর্তন, থামা) সম্পর্কে রাস্তার অন্য ব্যবহারকারীদের আগে থেকে সংকেত দিন। এর জন্য ইন্ডিকেটর, ব্রেক লাইট, হেডলাইট (প্রয়োজনে ফ্ল্যাশ করে) এবং হর্ন (শুধুমাত্র জরুরি প্রয়োজনে) ব্যবহার করুন।
- **ব্লাইন্ড স্পট (Blind Spot) সম্পর্কে সতর্কতা:**
    - লেন পরিবর্তন বা মোড় নেওয়ার আগে শুধু আয়নার উপর নির্ভর না করে, অবশ্যই কাঁধের উপর দিয়ে তাকিয়ে (Shoulder Check) ব্লাইন্ড স্পট (যে জায়গাগুলো আয়নায় দেখা যায় না) দেখে নিন।
- **ক্লান্তি ও অমনোযোগিতা পরিহার:**
    - ক্লান্ত বা অসুস্থ অবস্থায় গাড়ি চালাবেন না। দীর্ঘ যাত্রায় নিয়মিত বিরতি নিন।
    - গাড়ি চালানোর সময় মোবাইল ফোন ব্যবহার, খাওয়া-দাওয়া বা অন্য কোনো কাজ যা মনোযোগে বিঘ্ন ঘটায়, তা থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকুন।

৬.২ বিভিন্ন আবহাওয়া ও পরিবেশে ড্রাইভিং

- **রাতে গাড়ি চালানো:**
    - **হেডলাইটের সঠিক ব্যবহার:** শহরের রাস্তায় বা সামনে অন্য গাড়ি থাকলে লো-বিম (ডিম লাইট) ব্যবহার করুন। ফাঁকা রাস্তায় হাই-বিম (আপার লাইট) ব্যবহার করতে পারেন, তবে বিপরীত দিক থেকে গাড়ি আসতে দেখলে সাথে সাথে লো-বিম-এ ফিরে যান।
    - **গতি ও দূরত্ব:** রাতে দৃশ্যমানতা কম থাকে, তাই দিনের চেয়ে কম গতিতে গাড়ি চালান এবং সামনের গাড়ি থেকে বেশি দূরত্ব বজায় রাখুন।
    - **ক্লান্তি:** রাতে ক্লান্তি বেশি আসতে পারে। ক্লান্ত লাগলে বিরতি নিন বা গাড়ি চালানো থেকে বিরত থাকুন।
- **বৃষ্টির সময় গাড়ি চালানো:**
    - **গতি কমানো:** বৃষ্টির শুরুতে রাস্তা সবচেয়ে বেশি পিচ্ছিল থাকে। তাই গতি উল্লেখযোগ্যভাবে কমান।
    - **নিরাপদ দূরত্ব বৃদ্ধি:** সামনের গাড়ি থেকে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি দূরত্ব বজায় রাখুন, কারণ ভেজা রাস্তায় ব্রেক করতে বেশি সময় ও দূরত্ব লাগে।

- **অ্যাকুয়াপ্লেনিং (Aquaplaning) / অ্যাকুয়াপ্লেনিং (Hydroplaning):** রাস্তায় বেশি পানি জমলে টায়ার ও রাস্তার মধ্যে পানির একটি স্তর তৈরি হতে পারে, যার ফলে গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারাতে পারে। এটি এড়ানোর জন্য গতি কমান এবং জমে থাকা পানির উপর দিয়ে যাওয়ার সময় স্টিয়ারিং সোজা রাখুন ও হঠাৎ ব্রেক বা গতি বাড়ানো থেকে বিরত থাকুন।
- **হেডলাইট ও ওয়াইপার:** বৃষ্টিতে দৃশ্যমানতা কমে গেলে হেডলাইট (লো-বিম) জ্বালান এবং উইন্ডশিল্ড ওয়াইপার ব্যবহার করুন।

- **কুয়াশাচ্ছন্ন অবস্থায় গাড়ি চালানো:**
  - **ফগ লাইট ও লো-বিম:** কুয়াশায় হেডলাইটের লো-বিম এবং ফগ লাইট (যদি থাকে) ব্যবহার করুন। হাই-বিম ব্যবহার করলে কুয়াশার কণা থেকে আলো প্রতিফলিত হয়ে আপনার দৃষ্টি আরও বাধাগ্রস্ত করবে।
  - **গতি অত্যন্ত কম রাখুন:** এমন গতিতে চালান যাতে আপনি আপনার দৃষ্টিসীমার মধ্যে নিরাপদে গাড়ি থামাতে পারেন।
  - **অপেক্ষা করুন:** যদি কুয়াশা খুব ঘন হয় এবং দৃশ্যমানতা একেবারেই কমে যায়, তাহলে সবচেয়ে নিরাপদ হলো রাস্তার পাশে নিরাপদ স্থানে গাড়ি পার্ক করে কুয়াশা কমার জন্য অপেক্ষা করা। পার্ক করার সময় হ্যাজার্ড লাইট জ্বালিয়ে রাখুন।
- **পাহাড়ি রাস্তায় গাড়ি চালানো:**
  - **গিয়ারের সঠিক ব্যবহার:** চড়াইয়ে (Uphill) লোয়ার গিয়ার (যেমন: ১ম বা ২য় গিয়ার) ব্যবহার করুন। উতরাইয়ে (Downhill) শুধুমাত্র ব্রেকের উপর নির্ভর না করে ইঞ্জিন ব্রেকিং (Engine Braking) ব্যবহার করুন, অর্থাৎ লোয়ার গিয়ারে নামুন।
  - **ব্রেক ব্যবহার:** উতরাইয়ে ব্রেক ধীরে ধীরে এবং থেমে থেমে ব্যবহার করুন। একটানা ব্রেক চেপে রাখলে তা অতিরিক্ত গরম হয়ে যেতে পারে।
  - **বাঁকে (Curves/Bends):** পাহাড়ি রাস্তার বাঁকগুলো প্রায়শই খুব তীক্ষ্ণ এবং দৃষ্টির আড়ালে থাকে (Blind Curves)। বাঁকের আগে গতি কমান, হর্ন বাজিয়ে সতর্ক করুন (প্রয়োজনে) এবং নিজের লেনের ভেতরে থাকুন। কখনোই বাঁকের মুখে ওভারটেক করার চেষ্টা করবেন না।

৬.৩ শহরের রাস্তায় ও হাইওয়েতে ড্রাইভিং [প্রস্তাবিত নতুন অংশ]

- **শহরের রাস্তায় ড্রাইভিং:**
  - **ঘন ট্রাফিক ও পথচারী:** শহরের রাস্তায় যানবাহনের চাপ এবং পথচারীর সংখ্যা অনেক বেশি থাকে। তাই গতি কম রাখুন এবং সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করুন।

- **সংযোগস্থল ও মোড়:** ঘন ঘন সংযোগস্থল, মোড় ও ট্রাফিক সিগন্যাল থাকবে। এগুলোর জন্য প্রস্তুত থাকুন।
    - **লেন পরিবর্তন:** ঘন ঘন লেন পরিবর্তন করা থেকে বিরত থাকুন। প্রয়োজন হলে ইন্ডিকেটর দিয়ে, আয়নায় ও ব্লাইন্ড স্পটে দেখে নিরাপদে লেন পরিবর্তন করুন।
    - **সাইকেল ও রিকশা:** সাইকেল, রিকশা এবং অন্যান্য ধীরগতির যানবাহনের প্রতি বিশেষভাবে সতর্ক থাকুন।

- **হাইওয়েতে বা মহাসড়কে ড্রাইভিং:**
    - **লেন ডিসিপ্লিন:** সাধারণত হাইওয়েতে একাধিক লেন থাকে। ধীরগতির যানবাহন বাম লেনে এবং ওভারটেকিং এর জন্য ডান লেন ব্যবহার করুন (বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে)। ওভারটেক করার পর আবার বাম লেনে ফিরে আসুন।
    - **নিরাপদ দূরত্ব:** হাইওয়েতে গতি বেশি থাকে, তাই সামনের গাড়ি থেকে নিরাপদ দূরত্বও বেশি রাখতে হবে।
    - **মনোযোগ ও ক্লান্তি:** দীর্ঘ সময় একটানা হাইওয়েতে গাড়ি চালালে একঘেয়েমি ও ক্লান্তি আসতে পারে (Highway Hypnosis)। প্রতি দুই ঘণ্টা পর পর বিরতি নিন।
    - **প্রবেশ ও প্রস্থান:** হাইওয়েতে প্রবেশের (Merging) সময় এক্সিলারেশন লেন ব্যবহার করে গতি বাড়িয়ে নিরাপদে ট্রাফিকের সাথে মিশে যান। প্রস্থান (Exiting) করার সময় ডেসিলারেশন লেন ব্যবহার করে গতি কমিয়ে নিরাপদে বেরিয়ে আসুন।

৬.৪ স্টপিং ডিস্ট্যান্স ও তার গুরুত্ব

স্টপিং ডিস্ট্যান্স বা গাড়ি থামানোর জন্য প্রয়োজনীয় মোট দূরত্ব চালকের প্রতিক্রিয়া সময় এবং গাড়ির ব্রেকিং দূরত্বের উপর নির্ভরশীল।

- **চিন্তার দূরত্ব (Thinking Distance):** বিপদ দেখার পর থেকে চালক ব্রেক চাপার আগ পর্যন্ত সময়ে গাড়ি যে দূরত্ব অতিক্রম করে।
- **ব্রেক করার দূরত্ব (Braking Distance):** ব্রেক চাপার পর থেকে গাড়ি সম্পূর্ণ থেমে যাওয়া পর্যন্ত যে দূরত্ব অতিক্রম করে।
- **মোট স্টপিং ডিস্ট্যান্স = চিন্তার দূরত্ব + ব্রেক করার দূরত্ব।**
- গতি বাড়ার সাথে সাথে স্টপিং ডিস্ট্যান্স জ্যামিতিক হারে বেড়ে যায়। তাই গতি নিয়ন্ত্রণে রাখা অত্যন্ত জরুরি।

Speed	Thinking Distance	Braking Distance	Stopping Distance
20 mph	20 feet	20 feet	40 feet
30 mph	29 feet	46 feet	75 feet
40 mph	39 feet	79 feet	118 feet
50 mph	49 feet	125 feet	174 feet
60 mph	59 feet	180 feet	239 feet
70 mph	69 feet	246 feet	315 feet

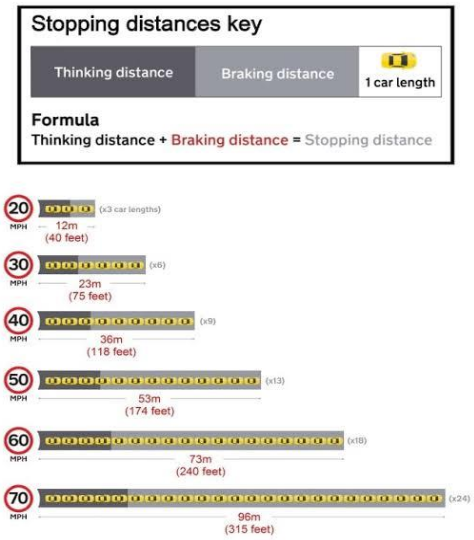

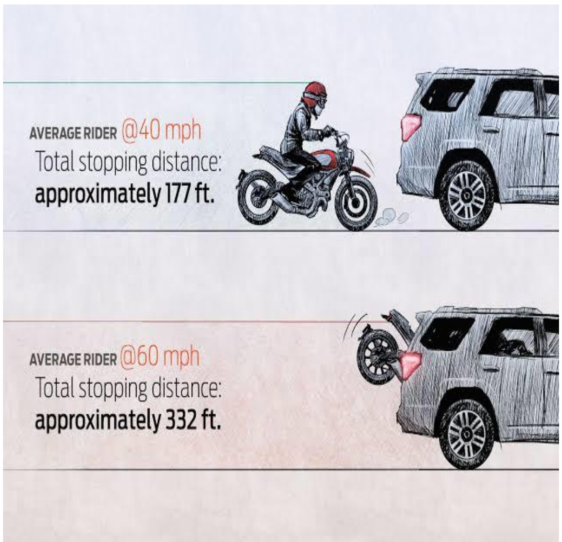

সপ্তম অধ্যায়:

গাড়ির কারিগরি দিক ও সাধারণ সমস্যা

একজন চালকের জন্য গাড়ির কিছু মৌলিক কারিগরি দিক সম্পর্কে ধারণা থাকা অত্যন্ত জরুরি। এটি শুধুমাত্র গাড়ির যত্ন নিতেই সাহায্য করে না, বরং রাস্তায় হঠাৎ কোনো সমস্যা দেখা দিলে তা বুঝতে এবং প্রাথমিক পদক্ষেপ নিতেও সহায়তা করে।

৭.১ ইঞ্জিনের মৌলিক ধারণা:
ইঞ্জিন হলো গাড়ির হৃৎপিণ্ড, যা জ্বালানি (পেট্রোল, ডিজেল, সিএনজি) পুড়িয়ে শক্তি উৎপাদন করে এবং সেই শক্তিতে গাড়ি চলে।

- **প্রধান অংশ:** পিস্টন, সিলিন্ডার, ক্র্যাঙ্কশ্যাফট, স্পার্ক প্লাগ (পেট্রোল ইঞ্জিনে), ফুয়েল ইনজেক্টর ইত্যাদি।
- **কুলিং সিস্টেম (Cooling System):** ইঞ্জিন চলার সময় প্রচুর তাপ উৎপন্ন হয়। এই তাপ নিয়ন্ত্রণ করে ইঞ্জিনকে অতিরিক্ত গরম হওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য কুলিং সিস্টেম কাজ করে, যার প্রধান অংশ হলো রেডিয়েটর, কুল্যান্ট, ওয়াটার পাম্প এবং থার্মোস্ট্যাট।
- **লুব্রিকেশন সিস্টেম (Lubrication System):** ইঞ্জিন অয়েল (মবিল) ইঞ্জিনের বিভিন্ন চলমান অংশের মধ্যে ঘর্ষণ কমায়, তাদের ক্ষয় রোধ করে এবং ইঞ্জিনকে পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করে।

৭.২ ট্রান্সমিশন সিস্টেম (গিয়ারবক্স):
ইঞ্জিনের শক্তিকে চাকায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য গিয়ারবক্স বা ট্রান্সমিশন সিস্টেম ব্যবহৃত হয়। এর মাধ্যমে গাড়ির গতি ও টর্ক (ঘূর্ণন শক্তি) নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

- **ম্যানুয়াল ট্রান্সমিশন:** চালককে ক্লাচ ব্যবহার করে নিজে গিয়ার পরিবর্তন করতে হয়। সাধারণত কম গতিতে বেশি শক্তি (টর্ক) পাওয়ার জন্য লোয়ার গিয়ার (১ম, ২য়) এবং বেশি গতিতে কম জ্বালানিতে চলার জন্য হায়ার গিয়ার (৪র্থ, ৫ম) ব্যবহার করা হয়।
- **অটোমেটিক ট্রান্সমিশন:** গাড়ি নিজে থেকেই প্রয়োজন অনুযায়ী গিয়ার পরিবর্তন করে। চালককে শুধু P (Park), R (Reverse), N (Neutral), D (Drive) ইত্যাদি মোড নির্বাচন করতে হয়।

৭.৩ ব্রেকিং সিস্টেম:
গাড়ির গতি কমানো বা থামানোর জন্য ব্রেকিং সিস্টেম কাজ করে।

- **প্রধান অংশ:** ব্রেক প্যাডেল, মাস্টার সিলিন্ডার, ব্রেক ফ্লুইড, ব্রেক লাইন, এবং চাকার সাথে থাকা ডিস্ক ব্রেক বা ড্রাম ব্রেক।
- **ABS (Anti-lock Braking System):** এটি একটি আধুনিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা যা সজোরে ব্রেক করার সময় চাকা লক হয়ে যাওয়া বা আটকে যাওয়া থেকে রক্ষা করে, ফলে চালক স্টিয়ারিংয়ের মাধ্যমে গাড়ির নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে পারে।

৭.৪ টায়ার ও সাসপেনশন:

- **টায়ার:** টায়ারই একমাত্র অংশ যা রাস্তার সাথে গাড়ির সংযোগ স্থাপন করে। এর প্রধান কাজ হলো গ্রিপ তৈরি করা, গাড়ির ওজন বহন করা এবং রাস্তার ঝাঁকুনি শোষণ করা। টায়ারের সঠিক এয়ার প্রেসার এবং ভালো ট্রেড (খাঁজ) থাকা অত্যন্ত জরুরি।
- **সাসপেনশন সিস্টেম:** এটি গাড়ির চাকাগুলোকে রাস্তার সাথে সংযোগ রাখতে সাহায্য করে এবং রাস্তার উঁচু-নিচু স্থানের ঝাঁকুনি শোষণ করে যাত্রাকে আরামদায়ক করে। এর প্রধান অংশ হলো স্প্রিং এবং শক অ্যাবজরবার।

৭.৫ সাধারণ সমস্যা ও তার লক্ষণ:

- **ইঞ্জিন স্টার্ট না হলে:** কারণ হতে পারে দুর্বল ব্যাটারি, ফুয়েল লাইনে সমস্যা বা ইগনিশন সিস্টেমে ত্রুটি।
- **ব্রেক থেকে শব্দ হলে:** ব্রেক প্যাড ক্ষয় হয়ে গেলে বা ডিস্কে সমস্যা হলে ব্রেক করার সময় কিচকিচ বা ঘর্ষণের শব্দ হতে পারে।
- **স্টিয়ারিং ভারী মনে হলে:** পাওয়ার স্টিয়ারিং ফ্লুইড কমে গেলে বা সিস্টেমে সমস্যা হলে স্টিয়ারিং ভারী হতে পারে।
- **অস্বাভাবিক ধোঁয়া:**
  - **কালো ধোঁয়া:** ইঞ্জিন অতিরিক্ত জ্বালানি পোড়ালে।
  - **নীল ধোঁয়া:** ইঞ্জিন অয়েল লিক হয়ে দহন কক্ষে (Combustion Chamber) প্রবেশ করলে।
  - **সাদা ধোঁয়া (ঘন):** কুল্যান্ট ইঞ্জিনের দহন কক্ষে প্রবেশ করলে।
-
- **গাড়ি একপাশে টানলে:** টায়ারের এয়ার প্রেসার কম-বেশি হলে বা হুইল অ্যালাইনমেন্ট সঠিক না থাকলে গাড়ি চলার সময় একপাশে টানতে পারে।

এই সাধারণ বিষয়গুলো জানা থাকলে একজন চালক তার গাড়ির অবস্থা সম্পর্কে সচেতন থাকতে পারেন এবং বড় ধরনের ক্ষতি বা দুর্ঘটনা এড়াতে সময়মতো পদক্ষেপ নিতে পারেন।

অষ্টম অধ্যায়:

পার্কিং, জরুরি অবস্থা ও প্রাথমিক চিকিৎসা

৮.১ পার্কিং ও থামা:

- **পার্কিং ও স্টপিং এর পার্থক্য:**
    - **স্টপিং (Stopping):** গাড়ির চাকা সাময়িকভাবে বন্ধ করা (যেমন: যাত্রী নামানো), যেখানে চালক গাড়িতেই থাকেন।
    - **পার্কিং (Parking):** গাড়িকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কোনো স্থানে রেখে চালকের গাড়ি থেকে দূরে যাওয়া।
-
- **যেসব স্থানে পার্কিং নিষিদ্ধ:**
  ফুটপাত, জেব্রা ক্রসিং, বাস স্টপেজ, সেতুর উপর, রেলক্রসিং এর কাছে, রাস্তার মোড়, হাসপাতাল বা স্কুলের গেটের সামনে এবং যেখানে "পার্কিং নিষেধ" চিহ্ন আছে।
- **বিভিন্ন প্রকার পার্কিং পদ্ধতি:**
    - **সমান্তরাল পার্কিং (Parallel Parking):** রাস্তার পাশে লাইনে দাঁড়ানো গাড়িগুলোর মধ্যে পার্ক করা।
    - **কোণাকুণি পার্কিং (Angular Parking):** পার্কিং লটে ৪৫° বা ৬০° কোণে পার্ক করা।
    - **সাধারণ পার্কিং (Perpendicular Parking):** ৯০° কোণে পার্ক করা।
    - [বিভিন্ন পার্কিং পদ্ধতির ছবি]

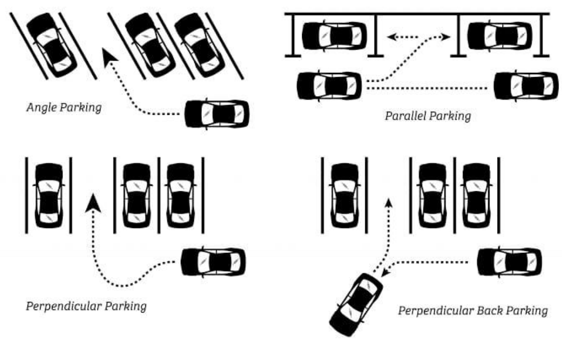

- **পাহাড়ি বা ঢালু রাস্তায় পার্কিং:**
  গাড়ি গড়িয়ে যাওয়া রোধ করতে চাকা রাস্তার কার্ব বা কিনারার দিকে ঘুরিয়ে রাখতে হবে, হ্যান্ডব্রেক ভালোভাবে টানতে হবে এবং ম্যানুয়াল গাড়িতে নিচের দিকে নামার সময় রিভার্স ও উপরের দিকে ওঠার সময় ফার্স্ট গিয়ারে রাখতে হবে।

৮.২ সাধারণ জরুরি অবস্থা মোকাবেলা:

- **টায়ার পাংচার বা বার্স্ট হলে করণীয়:**
  - **নিয়ন্ত্রণ হারাবেন না:** স্টিয়ারিং হুইল শক্ত করে ধরে গাড়ির দিক সোজা রাখার চেষ্টা করুন।
  - **হঠাৎ ব্রেক করবেন না:** ধীরে ধীরে গতি কমান এক্সিলারেটর থেকে পা সরিয়ে নিয়ে।
  - **নিরাপদ স্থানে থামুন:** ইন্ডিকেটর দিয়ে রাস্তার পাশে ধীরে ধীরে নিরাপদ স্থানে গাড়ি থামান।
  - **হ্যাজার্ড লাইট জ্বালান:** অন্য চালকদের সতর্ক করার জন্য হ্যাজার্ড লাইট অন করুন।

- **ব্রেক ফেইল (Brake Failure) হলে করণীয়:**
  - **বারবার ব্রেক প্যাডেল চাপুন:** অনেক সময় কয়েকবার চাপলে ব্রেক কিছুটা কাজ করতে পারে।
  - **গিয়ার ডাউন করুন (Engine Braking):** ম্যানুয়াল গাড়িতে ধীরে ধীরে লোয়ার গিয়ারে শিফট করুন।
  - **হ্যান্ডব্রেক ব্যবহার করুন:** ধীরে ধীরে ও সাবধানে হ্যান্ডব্রেক টানুন।
  - **সতর্ক করুন:** হর্ন বাজিয়ে এবং হেডলাইট ফ্ল্যাশ করে অন্য চালক ও পথচারীদের সতর্ক করুন।
-
- **ইঞ্জিন অতিরিক্ত গরম (Overheating) হলে করণীয়:**
  - নিরাপদ স্থানে গাড়ি থামান। এসি বন্ধ করুন।
  - ইঞ্জিন গরম থাকা অবস্থায় রেডিয়েটরের ক্যাপ কখনোই খুলবেন না।
  - ইঞ্জিন ঠাণ্ডা হওয়ার জন্য পর্যাপ্ত সময় দিন। এরপর কুল্যান্ট বা পানির লেভেল পরীক্ষা করুন।

৮.৩ জরুরি কাজে নিয়োজিত গাড়ি ও তাদের অগ্রাধিকার:
অ্যাম্বুলেন্স, ফায়ার সার্ভিস, পুলিশ বা অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার গাড়ি যখন সাইরেন বাজিয়ে ও ফ্ল্যাশিং লাইট জ্বালিয়ে জরুরি কাজে যায়, তখন তাদের নিরাপদে ও দ্রুত যাওয়ার জন্য পথ করে দেওয়া অন্যান্য সকল চালকের আইনগত ও নৈতিক দায়িত্ব। **সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ অনুযায়ী, জরুরি কাজে নিয়োজিত গাড়িকে বাধা দিলে বা অগ্রাধিকার না দিলে তা দণ্ডনীয় অপরাধ।**

৮.৪ প্রাথমিক চিকিৎসার গুরুত্ব ও ফার্স্ট এইড বক্স:
সড়ক দুর্ঘটনায় আহতদের তাৎক্ষণিক প্রাথমিক চিকিৎসা দিতে পারলে অনেক সময় জীবন বাঁচানো বা আঘাতের ভয়াবহতা কমানো সম্ভব হয়। তাই প্রতিটি গাড়িতে একটি ফার্স্ট এইড বক্স থাকা উচিত।

- **ফার্স্ট এইড বাক্সে যা থাকা উচিত:** ব্যান্ডেজ, অ্যান্টিসেপটিক, তুলা, ছোট কাঁচি, ডিসপোজেবল গ্লাভস ইত্যাদি।
- **দুর্ঘটনায় করণীয়:**
  ১. নিরাপদ থেকে আহতকে সাহায্য করুন।
  ২. রক্তপাত হলে পরিষ্কার কাপড় দিয়ে চেপে ধরে রক্ত বন্ধ করার চেষ্টা করুন।
  ৩. গুরুতর আহত ব্যক্তিকে নাড়াবেন না।
  ৪. জরুরি সেবার জন্য (যেমন: ৯৯৯) কল করুন।
  ৫. আইন অনুযায়ী পুলিশকে জানান।

নবম অধ্যায়:

পরিবেশ সচেতনতা, জ্বালানি সাশ্রয় ও প্রতিষ্ঠান পরিচিতি

৯.১ পরিবেশ সংরক্ষণ ও চালকের ভূমিকা:
যানবাহন বায়ু দূষণ ও শব্দ দূষণের অন্যতম প্রধান উৎস। চালক হিসেবে আমাদের কিছু দায়িত্ব রয়েছে যা পরিবেশের উপর গাড়ির নেতিবাচক প্রভাব কমাতে সাহায্য করে।

- **গাড়ির সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ:** নিয়মিত সার্ভিসিং করালে গাড়ি কম দূষণ করে।
- **কালো ধোঁয়া পরিহার:** গাড়ি থেকে অতিরিক্ত কালো ধোঁয়া বের হলে দ্রুত মেরামত করা উচিত। এটি একটি দণ্ডনীয় অপরাধ।
- **আবর্জনা না ফেলা:** গাড়ি থেকে রাস্তায় আবর্জনা ফেলবেন না।
- **অপ্রয়োজনীয় আইডলিং পরিহার:** ৩০ সেকেন্ডের বেশি সময় দাঁড়িয়ে থাকলে ইঞ্জিন বন্ধ করে দিন।
- **শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ:** অকারণে বা নীরব এলাকায় হর্ন বাজানো থেকে বিরত থাকুন।

৯.২ জ্বালানি সাশ্রয়ী ড্রাইভিং কৌশল (Eco-Driving):
কিছু ড্রাইভিং কৌশল অবলম্বন করলে গাড়ির জ্বালানি খরচ উল্লেখযোগ্যভাবে কমানো যায়।

- **মসৃণ চালনা:** হঠাৎ গতি বাড়ানো বা সজোরে ব্রেক করা থেকে বিরত থাকুন।
- **সঠিক গিয়ারের ব্যবহার:** সঠিক সময়ে সঠিক গিয়ারে শিফট করুন।
- **অতিরিক্ত গতি পরিহার:** মিতব্যয়ী গতিতে গাড়ি চালান।
- **অপ্রয়োজনীয় ওজন কমানো:** গাড়িতে অপ্রয়োজনীয় ভারী জিনিসপত্র বহন করবেন না।
- **টায়ারের সঠিক প্রেসার:** নিয়মিত টায়ারের প্রেসার পরীক্ষা করুন।
- **এয়ার কন্ডিশনার (AC) এর পরিমিত ব্যবহার:** প্রয়োজন না হলে এসি বন্ধ রাখুন।

৯.৩ আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশন: একটি পরিচিতি

প্রতিষ্ঠানের নাম ও প্রকৃতি:

আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশন একটি অরাজনৈতিক, অলাভজনক ও সমাজসেবামূলক ইসলামী প্রতিষ্ঠান, যা বাংলাদেশে দাওয়াহ, শিক্ষা, মানবকল্যাণ এবং সামাজিক

সচেতনতা বৃদ্ধিতে নিবেদিতভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এই ফাউন্ডেশন কুরআন ও সহিহ সুন্নাহর আলোকে সমাজ বিনির্মাণের লক্ষ্যে পরিচালিত হয়ে থাকে।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

- সমাজে কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক জীবনদর্শন প্রতিষ্ঠা করা
- ইসলামিক জ্ঞান ও আধুনিক শিক্ষার সমন্বয়ে একটি জ্ঞাননির্ভর সমাজ গড়ে তোলা
- দাওয়াহ, গবেষণা, মানবকল্যাণ ও দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে মানুষকে স্বনির্ভর ও সচেতন করে তোলা

প্রধান প্রধান কার্যক্রম:

1. **দাওয়াহ ও গবেষণা:** সাধারণ মানুষের মাঝে কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক ইসলামী শিক্ষার প্রচার এবং আধুনিক গবেষণাকর্ম পরিচালনা।
2. **ইসলামী ও সাধারণ শিক্ষা:** মাদ্রাসা, স্কুল ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালনার মাধ্যমে ধর্মীয় ও দুনিয়াবি শিক্ষা প্রদান।
3. **মানবকল্যাণমূলক কার্যক্রম:** দরিদ্র, এতিম, অসহায় ও বিপদগ্রস্ত মানুষের জন্য খাদ্য, চিকিৎসা ও আশ্রয় প্রদান।
4. **সামাজিক সচেতনতা:** নৈতিকতা, পরিবেশ, স্বাস্থ্য, ট্রাফিক আইন, পরিবার ও সমাজ নিয়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রম।

৯.৪ আস-সুন্নাহ স্কিল ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট

প্রতিষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

আস-সুন্নাহ স্কিল ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট হলো আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশনের অধীন একটি স্বতন্ত্র ও নিবন্ধিত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান। এটি **জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (NSDA)** কর্তৃক অনুমোদিত এবং নিবন্ধিত (নিবন্ধন নম্বর: **STP-DHA-000877**)।

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য:

- বেকার ও তরুণ সমাজকে যুগোপযোগী ও বাস্তবমুখী কর্মদক্ষতা প্রদান
- কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনে সহায়তা করা
- নৈতিকতা ও কর্মদক্ষতার সমন্বয়ে একদল মানবসম্পদ গড়ে তোলা

প্রশিক্ষণ ক্ষেত্রসমূহ:

- Small Business Management (graphic, accounting, digital marketing)
- Graphic Design & SMM
- Smart Tailoring & Fashion Design
- Language & Leadership
- Chef & Catering Management
- Driving Course
- Footwear Entrepreneurship

৯.৫ আস-সুন্নাহ গুলজার বাহার খানম ড্রাইভিং স্কুল

স্কুলের পরিচিতি:

আস-সুন্নাহ গুলজার বাহার খানম ড্রাইভিং স্কুল হলো স্কিল ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউটের অধীন পরিচালিত একটি আধুনিক ও নৈতিক-ভিত্তিক ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। এই প্রতিষ্ঠানটি শুধু ড্রাইভিং শেখানোর সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে **একজন আদর্শ চালক** গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালায়।

মূল লক্ষ্য ও বৈশিষ্ট্য:

- শিক্ষার্থীদের দক্ষ ও নিরাপদ ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ দেওয়া
- আইন, পরিবেশ, ট্রাফিক নিয়ম ও নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি
- ইসলামিক মূল্যবোধ ও সদাচারবোধের ভিত্তিতে একজন দায়িত্বশীল নাগরিক গড়ে তোলা

বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহ:

- প্রশিক্ষণে ইসলামিক নৈতিকতা ও ট্রাফিক আইন সমন্বয়
- পরিবেশ সচেতনতা ও জ্বালানি সাশ্রয়ী ড্রাইভিং কৌশলের ওপর জোর
- অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক ও আধুনিক প্রশিক্ষণ যানবাহনের সুবিধা
- প্রশিক্ষণার্থীদের ক্যারিয়ার গঠনে সহায়তা ও গাইডলাইন প্রদান
- নারী চালকদের জন্য পৃথক প্রশিক্ষণ সুবিধা (যদি থাকে)

উপসংহার:

ড্রাইভিং শুধু একটি দক্ষতা নয়—এটি একটি নৈতিক ও সামাজিক দায়িত্বও বটে। আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশনের অধীনে পরিচালিত এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচি শুধু গাড়ি চালানো শেখায় না, বরং চালককে একজন দায়িত্ববান, আইনানুগ, পরিবেশবান্ধব ও ইসলামিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর। তাই আপনি এই প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে নিজেকে শুধু একজন চালক হিসেবে নয়, বরং একজন আদর্শ নাগরিক হিসেবেও গড়ে তোলার সুযোগ পাচ্ছেন।

পরিশিষ্ট

ড্রাইভিং সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা

- **ABS (Anti-lock Braking System):** একটি নিরাপত্তা ব্যবস্থা যা সজোরে ব্রেক করার সময় চাকা লক হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করে।
- **Blind Spot (ব্লাইন্ড স্পট):** চালকের আসন থেকে গাড়ির আয়নায় যে পার্শ্ববর্তী এলাকা দেখা যায় না।
- **Defensive Driving (প্রতিরক্ষামূলক ড্রাইভিং):** দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য সচেতন ও সতর্কতামূলক ড্রাইভিং কৌশল।
- **Eco-Driving (ইকো-ড্রাইভিং):** জ্বালানি সাশ্রয়ী ও পরিবেশ-বান্ধব ড্রাইভিং কৌশল।
- **Engine Braking (ইঞ্জিন ব্রেকিং):** গাড়ির গতি কমানোর জন্য লোয়ার গিয়ার ব্যবহার করে ইঞ্জিনের প্রতিরোধ ক্ষমতাকে কাজে লাগানো।
- **ESC (Electronic Stability Control):** গাড়ির চাকা পিছলে যাওয়া বা নিয়ন্ত্রণ হারানোর উপক্রম হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে গাড়ির স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে সাহায্যকারী একটি নিরাপত্তা ব্যবস্থা।
- **Hazard Lights (হ্যাজার্ড লাইট):** জরুরি অবস্থায় চারটি ইন্ডিকেটর লাইট একসাথে জ্বালানো।
- **Tailgating (টেইলগেটিং):** সামনের গাড়ির খুব কাছ ঘেঁষে গাড়ি চালানো।
- **Tread (ট্রেড):** টায়ারের বাইরের পৃষ্ঠে থাকা খাঁজ বা নকশা, যা রাস্তার সাথে গ্রিপ তৈরি করে।

তথ্যসূত্র ও সহায়ক গ্রন্থাবলী

(References and Further Reading)

বাংলা:

১. **সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮:** বাংলাদেশ সরকারের প্রণীত সর্বশেষ সড়ক পরিবহন আইন। (আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এর ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে)।

২. **ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল:** বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (BRTA) কর্তৃক প্রকাশিত।

৩. **নিরাপদ সড়ক চাই (নিসচা) এর প্রকাশনা ও ক্যাম্পেইন উপকরণ।**

ইংরেজি:

1. **The Official Highway Code** - Driver and Vehicle Standards Agency (DVSA), United Kingdom.
2. **Driver's Handbook / Manual** - (বিভিন্ন দেশের স্বনামধন্য ড্রাইভিং অথরিটির প্রকাশনা)।
3. **How Stuff Works (Automotive Section) / Other Automotive Websites:** (গাড়ির কারিগরি বিষয়গুলো সহজভাবে বোঝার জন্য)।

ইসলামিক দৃষ্টিকোণ:

- কুরআন ও সুন্নাহতে বর্ণিত ভ্রমণ, নিরাপত্তা, দায়িত্বশীলতা এবং অন্যের অধিকার সম্পর্কিত নির্দেশনা।

জাযাকুমুল্লাহ খায়র